CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 27 April 2019 ■ আগরতলা, ২৭ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ১৩ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গন্ডাছড়ায় জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার অঘোষিত বন্‌ধ মহকুমা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। জোড়া খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত ত্রিপুরার ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আমবাসা-গন্ডাছড়া সড়কের ভগীরথ কলোনি এলাকায় দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সকাল থেকে কার্যত বনধের পরিবেশ বিরাজ করছে গন্ডাছড়ায়। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এমনকি যানবাহন চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে। পুলিশ এই খুনের কিনারা করতে না পারলেও, তদন্ত শুরু করেছে।

গন্ডাছড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ আমবাসা-গন্ডাছড়া সড়কে ভগীরথ কলোনি এলাকায় দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে বলে খবর আসে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশের বক্তব্য, মৃতদেহ দুটি শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা হরিপুর এলাকার বাসিন্দা তপন দাস (৩০) এবং তারাবন কলোনির বাসিন্দা জাইসা ত্রিপুরা (৩২)। দু’জনই পেশায় অটো চালক।

পুলিশ জানিয়েছে, দুজনকেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তাঁদের মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কথায়, মৃতদেহের পাশেই একটি লাঠি উদ্ধার হয়েছে। তাছাড়া, মৃতদেহ থেকে কিছুটা দূর পর্যন্ত রক্তের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। ফলে, তাঁদের খুন করে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে কিনা তা-ও তদন্ত করছে পুলিশ।

জানা গেছে, বুধবার তাঁরা আমবাসা গিয়েছিলেন। রাতেই তাদের ফেরার কথা ছিল। কিন্তু, গন্ডাছড়ায় আইপিএফটি-র অবরোধের কারণে তাঁরা ফিরতে পারেননি। বৃহস্পতিবার বিকেলে অবরোধ উঠে যাওয়ার পর তারা বাইকে চেপে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এই তথ্য মিলেছে। কিন্তু, আমবাসা থেকে রওনা দেওয়ার পর তাঁদের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি বলে জানান নিহত জইসা ত্রিপুরার পরিবারের জনৈক সদস্য। পুলিশ জানিয়েছে, পাশের জঙ্গলে বাইকটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আজ। পুলিশ জানিয়েছে, ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেছেন। তবে খুনের প্রকৃত কারণ এখনও বের করা সম্ভব হয়নি।

জোড়া খুনের ঘটনায় সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে সমগ্র গন্ডাছড়া মহকুমা। দোকানপাট, যান চলাচল বন্ধ। স্থানীয়দের বক্তব্য, আতঙ্ক ও বিক্ষোভের কারণেই সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-সহ যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে, বিজেপি এবং আইপিএফটি উভয়েই নিহত দুই ব্যক্তি তাদের সমর্থক বলে দাবি করেছে। তাতে, এই ঘটনাটি রাজনৈতিক খুন কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, পোলিং এজেন্টকে মারধরের ঘটনায় অবরোধ এবং থানায় মামলা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ ঊর্ধমুখী। এরইমধ্যে জোড়া খুনের ঘটনায় গন্ডাছড়া মহকুমার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই খুনের সাথে জড়িত এখনও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে তদন্ত জোড়কদমে চলছে।

হেরোইন সহ তিন যুবক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। হেরোইন সহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা জম্পুইজলায়। শুক্রবার জম্পুইজলার একটি নির্জন স্থানে তিন যুবক হেরোইন সহ অন্যান্য নেশা সামগ্রী চোরাচালান করছিল। তখন পুলিশ বিষয়টি আঁচ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আটক করে জেরা করা হয়। তাতে ধৃতরা জানায় যে তাদের কাছে হেরোইন রয়েছে। ধৃত তিন যুবক হল স্টিফেন দেববর্মা, দিপু দেববর্মা এবং বিশ্বনাথ দেববর্মা। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তারা আগরতলা শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা থকে এই হেরোইন সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে তা সরবরাহ করে। প্রসঙ্গত, ইদানিং কালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ড্রাগস তথা হেরোইন সহ অন্যান্য দামি নেশার ব্যবক রমরমা কারবার চলছে।

এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকেও প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে বেশ কিছু এলাকায় ড্রাগসের রমরমা কারবার চলছে। আর এই চোরাচালানের সাথে জড়িত রয়েছে একটি আন্তরাজ্য চক্র। বহিঃরাজ্য থেকে এইসব দামি নেশা সামগ্রী এখানে আনা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজ্য থেকে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে বহিঃরাজ্যে। এই ব্যাপারে যদিও পুলিশ সক্রিয় আছে।

তুলাশিখরে বুলেরোর সাথে সংঘর্ষে অটো চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। যান সন্ত্রাসের বলি হলেন এক অটো চালক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই জেলার তুলাশিখরের কলাবাগান এলাকায়। নিহতের নাম মহেশ দেববর্মা। তার বাড়ি চম্পক নগরের বৃগুদাস বাড়িতে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মহেশ দেববর্মা চম্পকনগেরর দুই যাত্রীকে নিয়ে টিআর-০১জি-৩৮২৩ নম্বরের একটি অটো নিয়ে তুলাশিখরের একলব্য স্কুলে আসছিল। সেই সময় কলাবাগন এলাকাতেই টিআর-০৬-এ-১৫০৫ নম্বরের বলেরো গাড়ি ধাক্কা দেয়। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহেশের। পরে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বলেরো গাড়িটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দুই নাবালিকা ধর্ষিতা পৃথক স্থানে, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। রাজ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথক স্থানে দুই নাবালিকা ধর্ষিতা হয়েছে। দুটি ঘটনারই থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে একটি ঘটনায় পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। অপরস্থানে অন্যজন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, রাজধানী আগরতলা শহরের মেলারমাঠে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ছাত্রীকে ধর্ষণের এই ব্যাপারে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম পার্থ সামন্ত। থানায় রুজু করা মামলার নম্বর ২৫/১৯। এই মামলা হওয়ার পরপরই অভিযুক্ত পার্থ সামন্ত পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, বীরগঞ্জ থানাায় আরও একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মান্নান মিয়া। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে এলাকারই এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। পুলিশ মামলা নিয়ে অভিযুক্ত মান্নান মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। এলাকার লোকজন তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন।

কল্যাণপুরে দুই পরিবারে বিবাদ, জখম এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। গতকাল রাতের ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার পশ্চিম ঘিলাতলি দাওছড়া বাজারে। সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে নির্মল ঋষি দাস (৩৬) এবং বচসা, এরপর হাতাহাতি, শেষে একে অপরের উপর মারপিট। মারা মারিতে গুরুতর আহত হয় নির্মল। নির্মলকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক রাতেই তাকে জিবিতে পাঠান। নির্মলের স্ত্রী ঝর্না ঋষি দাস কল্যাণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণমান যাচাইয়ের জন্য আগরতলা শহরে চালু হচ্ছে ভ্রাম্যমান ভ্যান। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন ২৬ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। বিচার ব্যবস্থায় প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা নিয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধি শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলন আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরা হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের পাশাপাশি পূর্ব ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সহ বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৮ জন বিচারপতি এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমি এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।

কৈলাসহরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ, মার খাচ্ছে পুষ্টি প্রকল্প, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৬ এপ্রিল।। কৈলাশহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডে শ্রীনাথপুর কারখানা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বন্ধ। যার ফলে এলাকার শিশুদের পড়াশোনা করা, মিড ডে মিল ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। শুধুমাত্র শিশুরাই নয় এলাকার প্রসূতি মায়েরা বঞ্চিত হচ্ছে সেন্টারটি বন্ধ থাকায়। এলাকাবাসী স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সিডিপিও অফিসে লিখিত এবং মৌখিকভাবে জানানোর পরও কোনো হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। এলাকাবাসী এর প্রতিবাদে সকাল সাড়ে আটটা থেকে কৈলাশহর বাবুর বাজার এর মূল সড়ক অবরোধ করেন। এই অবরোধে এলাকার নারী পুরুষের পাশাপাশি এলাকার শিশুরা শামিল হয়। এলাকাবাসীর বক্তব্য হলো গত ছয় মাস পূর্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার এবং হেল্পারকে সেন্টারের চাল ডাল চুরির সময় হাতনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকাবাসী। ইরানি থানায় মামলাও করা হয়েছিল। এরপর থেকে সেন্টারের ওয়ার্কার এবং হেল্পার তাদের মর্জিমাফিক সেন্টারটি বন্ধ করে রাখে। অবিলম্বে সেন্টারের ওয়ার্কার এবং হেল্পারকে বরখাস্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে নতুন হেল্পার এবং ওয়ার্কার নিয়োগের পাশাপাশি সেন্টারটি চালু করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় জনগন। সকাল ১০টায় স্থানীয় ইরানি থানার পুলিশ এসে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। তারপর চার ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সিডিপিও অয়ন ভৌমিক অবরোধ স্থলে আসেন। এলাকাবাসীর অয়ন ভৌমিক এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে সিডিপিও অয়ন ভৌমিক কিছু সময়ের জন্য গা ঢাকা দেন। এলাকাবাসী সিডিপিওর সঙ্গে কথা বলতে রাজি না হওয়াতে কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসেন ডিসিএস রূপক ভট্টাচার্যী। রূপক ভট্টাচার্যী এসে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি পূরণ হবে বলে আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসে এলাকাবাসী অবরোধ প্রত্যাহার করে। অবরোধ প্রত্যাহার হওয়ার পর রূপক ভট্টাচার্যী এবং সিডিপিও অয়ন ভৌমিক সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন আগামী ৭ দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান করে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার খোলা হবে।

আইপিএফটির ভবিষ্যৎ কি হবে আলোচনায় বসলেন দলীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসল আইপিএফটি। শুক্রবার আগরতলায় দলের নেতৃত্বরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠক মূলতঃ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুফল ও কুফল পর্যালোচনা করা। শাসক জোট শরিক আইপিএফটি পূর্ব ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাতে দলের কতটা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে এই বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে এদিনের বৈঠকে।

এদিন, দলের সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মঙ্গল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ৪ঠা মে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হবে। ওই বৈঠকেও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

দলের মধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আইপিএফটির ফলাফল ততটা সন্তোষজনক হবে না। যদিও পূর্ব ত্রিপুরা আসনে দলের একাংশের দাবি জয়ী হবে দলীয় প্রার্থী। তবে, আরেকটি অংশের দাবি সুবিধাজনক অবস্থা হবে না আইপিএফটির। এই পরিস্থিতিতে দলের ভবিষ্যৎ কি হবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সেই বিষয়ে দলের মধ্যে জোর আলোচনা চলছে। তাছাড়া, লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলার মধ্যেই দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে এদিন।

বিজেপির সাথে সরকারে থাকার পরও আইপিএফটি এবারের লোকসভা নির্বাচনে পৃথক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাতে দলের কতটা লাভ হয়েছে বা ক্ষতিই বা কি হয়েছে সেপ্রশ্ন উঠেছে। লোকসভা নির্বাচনের পর দলের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে।

হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সকে নিগ্রহ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ এপ্রিল।। অবশেষে হাসপাতালে প্রবেশ করে সরকারি নথি,আসবা পত্র এলোমেলো কারী ও কর্তব্যরত স্টাফ নার্সের উপর শারীরিক নিগ্রহকারী যুবক পুলিশের জালে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত বুধবার রাত আনুমানিক বারোটা দশ নাগাদ চুড়াইবাড়ি থানা দিন শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসে সুকুমার সিনহা নামের এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে আসে তার ছোট ভাই পরীক্ষিত সিনহা। হাসপাতালে ডাক্তার না পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও সরকারি নথি,আসবাপত্র এলোমেলো করে ফেলে পরীক্ষিত সিনহা। এমনকি কর্তব্যরত নার্স নাসিমা বেগমের উপর শারীরিক নিগ্রহ করে ওই যুবক,বলে স্টাফ নার্স নাসিমা বেগমের অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। ছুটে আসেন উত্তর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নমঃ।নিগৃহীতা স্টাফ নার্স এর পক্ষ থেকে চুড়াইবাড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় অভিযুক্ত পরীক্ষিত সিনহার বিরুদ্ধে। মামলা হাতে নিয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবক পরীক্ষিত সিনহাকে শনিছড়া বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ ধৃত যুবককে ধর্মনগর আদালতে প্রেরণ করা হয়। এদিকে চুড়াইবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারি জয়ন্ত দাস জানান, শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টাফ নার্স নাসিমা বেগমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুর বাড়িতে ঝুলন্ত মৃতদেহ ঘর জামাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ এপ্রিল।। ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনিতে। ক্ষুদিরাম কলোনির পরিমল বাগদি (২৭) পিতা মৃত নিতাই বাগদির নিজ ঘরে বারান্দায় পরিমলের ফাঁসিতে ঝুলানো মৃতদেহ দেখতে পায় তার শাশুড়ি। তখন চিৎকার চেচামেচি করলে পরিমলের স্ত্রী সহ অন্যান্য আত্নীয় পরিজনরা ছুটে এসে পরিমলের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানাকে। ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার এএসআই সৌভাগ্য চাকমা। ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি নামিয়ে কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসেন ময়না তদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের পর পরিমল বাগদির মৃতদেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে কদমতলা থানার এএসআই সৌভাগ্য চাকমা জানান, উনারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান পরিমল বাগদি নামের ব্যক্তির মৃতদেহটি বারান্দায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলানো ।তার স্ত্রীর শাড়ি দিয়ে গলাতে ফাঁস লাগিয়ে নিজ ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে ঝুলানো। তবে উনার প্রাথমিক ধারণা এটি আত্মহত্যা। সৌভাগ্য চাকমা জানান উনার একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনাটি সূক্ষ্মভাবে তদন্ত করে দেখছেন। অপরদিকে মৃত ব্যক্তির ভাই জানায়,৮ বছর পূর্বে একই গ্রামের ক্ষুদিরাম কলোনির বাদল কর্মকারের মেয়ে লক্ষ্মীমণি কর্মকার এর সাথে তার বড় ভাই পরিমল বাগদির বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পরিমল বাগদী তার শ্বশুরবাড়িতে ঘর জামাই থাকতো ।শশুরের কোন ছেলে মেয়ে না থাকাতে একমাত্র মেয়ের জামাইকেই নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেন। সে আরো জানায় তার বড় ভাই পরিমল বাগদীর পাঁচ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। সে পেশায় ছিল আসামের করিমগঞ্জের একটি হোটেলের কর্মচারী। একমাস যাবত সে বাড়িতে এসেছিল ।আর ভাই বাড়িতে আসায় ছোট ভাইও বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকতো ।ছোট ভাই আরো জানায়,গতকাল তার সাথে ধর্মনগর রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়েছিল এবং পুনরায় বিকেল বেলা ঘরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পদ্মফুল পাঠান, নয়া ভারত গড়ার সাথে নয়া বাংলা উপহার দেবেন মোদী ঃ বিপ্লব

আরামবাগ, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ থেকে পদ্মফুল পাঠান, নরেন্দ্র মোদী নয়া ভারত গড়ার পাশাপাশি আপনাদের নয়া বাংলা উপহার দেবেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে আরামবাগে দাঁড়িয়ে এভাবেই স্বপ্ন ফেরি করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ মা-মাটি-মানুষ স্লোগানে বিশ্বাস করেছিলেন । কিন্তু, তৃণমূল নেত্রী নির্দয়ী মানসিকতা নিয়ে শুধু গুণ্ডারাজ চালিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই নির্বাচন বাংলার মুক্তির নির্বাচন।

লোকসভা নির্বাচনে ঝড়ো প্রচারে অংশ নিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। দু-দিনে দফাওয়ারি প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ কমিউনিস্টদেরও তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বিঁধেছেন। সাথে তুলে ধরেছেন, নরেন্দ্র মোদীর শক্তিশালী নেতৃত্বে দেশ নতুন দিশায় এগিয়ে চলেছে। জোর গলায় দাবি করেছেন, দেশ পরিচালনার ক্ষমতা শুধু নরেন্দ্র মোদীর রয়েছে।

শুক্রবার বিপ্লব দেব পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগে বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও শাশুড়িকে কুপিয়ে ঘায়েল দোষীর শাস্তি চাইল মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ এপ্রিল।। উদয়পুর চন্দ্রপুরের চারনং কলোনীর পুর্নেন্দু আইচ গত মঙ্গলবার পনের টাকার জন্য তার স্ত্রী ও স্বাশুরীকে দা দিয়ে আঘাত করে। দায়ের আঘাতে গুরুতর দুইজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে পুনেন্দু আইচের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করা হয়। শুক্রবার রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী সহ তিন জনের এক প্রতিনিধিদল চন্দ্রপুর নির্যাতিতা মহিলার বাড়ি গিয়ে পূর্নেন্দুর স্ত্রীও মায়ের সঙ্গে কথা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুৎসার বিরুদ্ধে সরব সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী থানায় মামলা, নিন্দা জানাল বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর বিরুদ্ধে আগরতলায় পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সঙ্গ জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক ঝামেলা শুরু হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছেন, এমন খবর সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কোনও ধরনের পারিবারিক অশান্তি নেই, ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নই আসে না। ইতিমধ্যে পরিষ্কার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের স্ত্রী নীতি দেব। ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল সংস্করণে এবং পরে তা রাজ্যের বিরোধী সিপিএম তাঁদের পারিবারিক অশান্তি সম্পর্কে মিথ্যা খবর প্রকাশ করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিপ্লব-জায়া নীতি দেব।

নীতি তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন, যে খবর প্রচার করা হচ্ছে তা মোটও সত্য নয়। একাংশ রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থ স্বিদ্ধির জন্য এমন কুরুচিকর খবর প্রকাশ করে নিজেদের নোংরা, বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি নীতি দেবের আহ্বান, এ ধরনের অন্তঃসারশূন্য মস্তিষ্কপ্রসূত খবরে বিশ্বাস না করবেন না। তাছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে যে-সব তথ্য খবরের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলোকে অকাট্য ভুয়ো বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন নীতি। বলেছেন, এ খবর প্রকাশ করে তাঁদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করছে অশুভ শক্তি।

ঘটনার সূত্রপাত আজ সকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি প্রভাতি দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণের এক খবরে। খবরের শিরোনাম এ-রকম, গার্হস্থ্যে হিংসার অভিযোগে আদালতে বিপ্লব দেবের স্ত্রী, বিপাকে মুখ্যমন্ত্রী। মুহূর্তের মধ্যে সংবাদপত্রের লিঙ্কটি ভাইরাল হতে থাকে। এমন-কি ত্রিপুরা রাজ্য সিপিআইএম-এর অফিশিয়াল পেজেও এ সম্পর্কে নানান মন্তব্য করা হয়। শুরু হয় নানা কুৎসা সংবলিত মতামত। বিরোধী অনেক রাজনৈতিক নেতাও বিভিন্ন ভাবে কটূক্তি তাদের পেজে দিতে করেন।

কিন্তু নীতি দেবের পরিষ্কার জবাব, এ ধরনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ১৯৬ ◘ ২৭ এপ্রিল ২০১৯ ইং ◘ ১৩ বৈশাখ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কতখেলা ভোটরঙ্গে

ইহা যেন শেষ হইয়াও হইল না। ত্রিপুরায় ভোটের পর্ব প্রথমে আঠারোই এপ্রিল শেষ হইবার কথা ছিল। না, তাহা পূর্ব আসনে ভোট পিছাইয়া হইল তেইশে এপ্রিল। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে পূর্ব আসনের ভোট সম্পন্ন হইবার পর রাজ্যবাসীর আপাত স্বস্তি নামিয়া আসিবে। না, ভোট পিছু ছাড়িতেছে না। পশ্চিম আসনে কারচুপি, রিগিং ইত্যাদির অভিযোগে পুণঃ ভোটের সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছে। কবে, কত বুথে পুণঃভোট হইবে তাহা নিয়াই এখন জল্পনা তুঙ্গে। রাজনৈতিক দলগুলি এখনই লাভ ক্ষতি হিসাব কষা শুরু করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম আসনে রিগিং এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মাথা হেট হইবার কথা ক্ষমতাসীন দল বিজেপির। সারা দেশে এই রিগিং, কারচুপির কহিনী ছড়াইয়া পড়ায় ত্রিপুরার মাথাই হেট হইয়াছে। অতীতে ত্রিপুরায় এমন দুস্কর্ম হয় নাই তাহা বলা যাইবে না। ত্রিপুরা রিগিং এর শ্রষ্ঠা বলা যাইতে পারে সন্তোষ মোহন দেবকে। তিনি এরাজ্য হইতে লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটে জয়ী হইয়াছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরার ভোটারদের অভিজ্ঞতা আছে। এইবার পশ্চিম আসনে ভোট রিগিং এর ঘটনা সারা দেশে হৈ চৈ ফেলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সারা দেশে বিরোধী শিবির কমবেশী ময়দানে শক্ত লড়াই'র জন্য প্রস্তুত। আগের পরিমন্ডল এখন নাই। সন্তোষ মোহন দেবরা যে যুগে রাজনীতি করিয়াছেন এখন তাহার অবশিষ্ট নাই। ভিভিপ্যাট, ভিডিও ফুটেড, ক্যামেরার ছড়াছড়ি ছিল না। এখন নির্বাচন সুষ্ঠু করিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেই মান্ধাতার যুগের পরিস্থিতি নাই।

আজ পশ্চিম আসনে কত বুথে এবং কবে পুণরায় ভোট গ্রহণ করা হইবে সেই অপেক্ষাই চলিতেছে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারিতেছে। পুণঃভোটে লাভ হইবে কোন্ দলের? পূর্ব আসনে কোন্ দল কয় নম্বরে থাকিবে? এইবারের নির্বাচনে কংগ্রেস উঠিয়া আসিয়াছে। যে কংগ্রেস ছিল প্রায় শূণ্যের কোঠায়। সেই প্রাচীন দল জয়ের স্বপ্নও দেখিতেছে। আবার কোনও কোনও মহল দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়া আসিতে পারে বলিয়া মনে করিতেছে। একথা সত্যি যে, যদি সত্যিই কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়া আসে বা জয়ের তিলক পরিতে পারে তাহার পিছনে কি কারণ কাজ করিয়াছে বা করিতেছে। রাজ্যে পালাবদলের এক বছরের বেশী সময়ে মানুষের মনে বা জীবনে আশার আলো কতখানি দেখা দিয়াছে। আশার বাস্তবায়ন কতখানি হইয়াছে। জনমনে বঞ্চনার ক্ষোভ কতখানি বাড়িয়াছে? রাজ্যে পালা বদলের ফলে জনমনে কতখানি স্বস্তি আসিয়াছে এই সব বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরার দুটি এলাকসভা আসনের নির্বাচন শুধু আঞ্চলিক বা রাজ্যের বিষয়েই ভোটারদের বিবেচনায় আসিবার কথা নহে। সারা দেশের প্রেক্ষাপটও এক্ষেত্রে কাজ করিবার কথা। গত পাঁচ বছরে মোদি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন নোটবন্দী, জিএসটি ইত্যাদির কারণে গণ প্রতিক্রিয়া আছে। তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। বিভিন্ন ইস্যুতে মোদি সরকারের ভূমিকা জনমনে নীরব ঝড় তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র ত্রিপুরার মানুষ রাজনৈতিক ভাবে অনেক বেশী সচেতন। সুতরাং এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিন্তাভাবনার মধ্যেই ভোটাররা আন্দোলিত হইয়াছেন সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহাও সন্দেহ নাই যে, ত্রিপুরার কংগ্রেসের মরাগাঙে জল আসিতে অবদান যুগাইয়াছে বিজেপি ও সিপিএম। এক বছরেরও বেশী সময়ে ক্ষীপ্ত গেরুয়া শিবিরের নেতা কর্মীরা কংগ্রেসে ঝুঁকিয়াছে। তেমনি অন্যান্য অবাম নেতা কর্মীরা কংগ্রেসের উপর আস্থা রাখিয়াছে। সুতরাং এইবারের নির্বাচনে হারিলেও জিতিয়া যাইবে কংগ্রেস। বিজেপি আছে কার্য্যত বিপর্য্যস্ত অবস্থায়। ভোট রঙ্গ কত খেলা দেখাইয়া যাইবে কে বলিতে পারে।

গোয়ালিওর রেল স্টেশনের ক্যান্টিনে ভয়াবহ আগুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

গোয়ালিওর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সাত সকালে আগুন-আতঙ্ক মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওর রেল স্টেশন। শুক্রবার সকালে গোয়ালিওর রেল স্টেশনে অবস্থিত ক্যান্টিনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ক্যান্টিন। গোটা স্টেশন চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আতঙ্কিত হয়ে সেই সময় স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা। যদিও, দমকল কর্মীদের বেশ কয়েকঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। কিভাবে আগুন লাগল ক্যান্টিনে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।গোয়ালিওর রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ এবং দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকালে গোয়ালিওর রেল স্টেশনে অবস্থিত ক্যান্টিনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা ক্যান্টিনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে স্টেশন চত্বরে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। গোটা স্টেশন চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। যদিও, দমকল কর্মীদের বেশ কয়েকঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। কিভাবে আগুন লাগল ক্যান্টিনে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত মালদহে : তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন, পলাতক অভিযুক্তরা

মালদহ, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ভোটগ্রহণ মিটলেও শান্ত হচ্ছে না মালদহঊ এবার মালদহের পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হামলায় খুন হলেন শাসক দলের একজন কর্মীঊ নিহত তৃণমূল কর্মীর নাম হল, সনাতন হালদারঊ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় সনাতনকেঊ তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মালদহের পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে নাম সংকীর্তনের আসর বসেছিলঊ বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে অশান্তি হয়ঊ অভিযোগ, তখনই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় সনাতন হালদার নামে ওই তৃণমূল কর্মীকেঊ রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেনঊ তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অভিযোগ উঠছে বিজেপির বিরুদ্ধেঊ যদিও, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্বঊ মামলা রুজু করে খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ যদিও, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

যমজ বোনের জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য স্বরূপনগরে

বসিরহাট, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল রীতা রায় ও গীতা রায় নামে বছর পাঁচেকের যমজ দুই শিশু কন্যার। ঘটনায় শোকের ছাঁয়া নেমে আসে উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের গুনরাজপুর গ্রামে। বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ব্লকের গুনরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা গৌড় রায়ের যমজ মেয়ে রীতা ও গীতা। বাড়ির লোকের অসাবধানতায় শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশেই পুকুরের জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় যমজ বোনের। জানা যায় এদিন কাল দশটা নাগাদ মাঠ থেকে ফিরে দুই মেয়েকে তাদের মাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন গৌড় রায়। পুকুর পাড় থেকে মাকে ডেকে দিয়ে পুকুর পাড়ে খেলা করছিল তারা। বাড়ি ফিরে মেয়েদের দেখতে না পেয়ে আবার পুকুর পাড়ে ফিরে যান গৌরের স্ত্রী। তখন এক মেয়ের হাত জলে ভাসতে দেখতে পেয়ে জলে নেমে দুই মেয়েকে জল থেকে উদ্ধার করেন তিনি।

সংখ্যালঘুদের জীবন জীবিকার সাতকাহন

গৌতম পাল

বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রে মোদি সরকারের কার্যকালে (২০১৪-২০১৯) ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভারসাম্য ও অগ্রগতি চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। পরিকল্পনাহীন ও দুরভিসন্ধিপুর্ণ বিমুদ্রাকরণে ফলে (২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর) অসংগঠিত ও সংগটিত বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পেশাচ্যুত হয়েছে। নগদ টাকার অভাবে প্রায় ১৪ লক্ষ কৃষকের কৃষিকাজ চিরতরে বন্ধ হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ৩৩ জন মানুষ অকালে মারা গেছে। বিমুদ্রাজনিত কারণে শিল্পোৎপাদন এবং কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় দেশের গড় জাতীয় উৎপাদন (জিডিসি) ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া নিয়ন্ত্রক 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' (ফেডেরাল ব্যাঙ্ক) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির স্বশাসনে অনভিপ্রেত উপায়ে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে জ্বালানি তেল (পেট্রোল ও ডিজেল) এবং জ্বালানি গ্যাসকে (এলপিজি) নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে। ফলে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য দিনের পর দিন বাড়ছে। পরাস্পরাগতভাবে দীর্ঘদিনের 'পরিকল্পনা আয়োগ' তুলে দিয়ে 'নীতি আয়াগ' তৈরি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিচালনার অদক্ষতায় আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়েছে।

ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও বিগত পাঁচ বছরে চরমভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। সরকার পোষিত উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং আগ্রাসনে ভারতের বহুধর্মীয় সামাজিক সুস্থিরতা বিপন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু মানুষদের বিশেষ করে সংখ্যালগু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবন ও জীবিকায় কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদল বিগত পাঁচ বছরে ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। সামাজিক স্তরে প্রতিবাদ করলে তাদের দেশবিরোধী বা আতঙ্কবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মোদি সরকারের কার্যকালে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সামাজিক অবস্থানের একটি বিশ্লষণধর্মী এবং তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এই নিবন্ধে।

ভারতবর্ষের বর্তমান মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩৭ কোটি (মার্চ, ২০১৯ এবং বারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতিয় জনবহুল রাষ্ট্র (চিনের পরেই)। উল্লেখ্য পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৭.৭৪ শতাংশ মানুষ ভারতে বাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৯.৮ শতাংশ মানুষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং অবশিষ্ট ৬ শতাংশ মানুষ খ্রিশ্চট, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বী উক্ত জনসংখ্যার হিসাবে মুসলিমরাই ভারতের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ভারতের ২৯টি রাজ্যে এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত ভূখণ্ডে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। প্রসঙ্গত কেন্দ্রশাসিত ভূখণ্ড লাক্ষাদ্বীপ (জনসংখ্যার ৯৬.২ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের) এবং অঙ্গরাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর (জনসংখ্যার ৬৮.৩ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের) মুসলিম প্রাধান্যযুক্ত ভূখণ্ড হলেও ভারতের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে তিনটি রাজ্যে—উত্তরপ্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে (ভারতের মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ)। উত্তরপ্রদেশের মোট জনসংখ্যার ১৯.৩ শতাংশ, বিহারেরমোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মানুষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং মালদা জেলার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস এবং মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী)

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে ভাষাগত এবং ধর্মীয় অভ্যাসগত বিশেষত্বে একটি অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। ২২টি মুখ্য এবং ৭২০টি উপভাষা ভারতে প্রচলিত রয়েছে। ৬টি মুখ্য ধর্মালবন্ধী মানুষ ভারতে বাস করে—হিন্দু (সংখ্যাগুরু), মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন। ভাষাগত এবং ধর্মীয় অভ্যাসগত বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয়রা ঐক্য এবং সংহদি অটুট রেখেছে। ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভিন্নতা থাকলেও এদের সবার মূল পরিচয় ভারতীয়। সব ধর্মাবলম্বী মানুষেরই দৈহিক এবং শারীরস্থানিক দঠনশৈলি এক। সব মানুষেরই রক্তকোষের, যকৃৎ কোষের এবং বৃক্কীয় প্রভৃতি কোষের প্রকৃতি ও কাজ এক। সব ধর্মীবলম্বী ও ভাষাভাষি মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ এক। অর্থাৎ ভাষাগত ও ধর্মীয় রীতিগত ভিন্নতা থাকলেও ভারতের (পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরও) সকল মানুষের গঠনের মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল নাগারিকই ভারতের সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ। সব অখণ্ডতা রক্ষায় ব্রতী। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সব ধর্মের মানুষেরাই একসঙ্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু, এবং মুসলিম সহ সহ ধর্মের মানুষই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং পেশাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে তা অটুট রেখেছে। ২০১৪ সালের মে মাসে নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর আজ পর্যন্ত সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে এবং কেন্দ্ররর শাসক দল বিজেপির নির্দেশে দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী সাধারণ ও ধর্মপ্রাণ সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর নিপীড়ন শুরু হয়েছে। তাদের খাদ্যরীতি ও ধর্মীয় আচার পালনের উপর নিধেষাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মুসলিমদের রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিদেশের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। বহু মুসলিম মানুষের পশুপালন এবং পশুপালন সম্পর্কিত বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে শাসক দলের স্বঘোষিত গোরক্ষকদের তাণ্ডবে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতি ভারতের সংবিধানে যে দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার রয়েছে কেন্দ্রে মোদি সরকার সেই সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। দু-একটি ঘটনার উদাহরণ দিলেন সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি মোদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। মোদির কার্যকালে প্রতম ঘৃণ্য ও নৃশংস ঘটনা ঘটে উত্তরপ্রদেশে দাদরির কাছে বিসারা গ্রামে ২০১৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বিজেপির লোকেরা গো-নিধন করেছে এই সন্দেহে বিসারা গ্রামের কয়েক পুরুষের বাসিন্দা ৫২ বছরের মহম্মদ আখলাক সইফিকে পিটিয়ে খুন করে এবং তার ২১ বছরের পুত্র ড্যানিসকে গুরুতরভাবে জখনম করে। পরে সম্মানীয় আদালতের তত্ত্বাবধানে একটি অনুসন্ধানে জানা যায়, আখলাকের বাড়িতে রাখা মাংস ছাগলের মাংস অথবা গোমাংস হতে পারে। কিন্তু গো-নিদনের কোনও প্রমাণ ছিল না। এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে গোরক্ষকদের তাণ্ডবে প্রাণ যায় গো-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত দু'জন মুসলিম যুবকের। ঘটনাটি ঘটে ২০১৬ সালের ১৮ই মার্চ ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলরি বালুনা জঙ্গলে। ৩২ বারের মাজলাম আনসারি এবং ১৫ বছরের ইমতিয়াজ খান (তার বাবার সঙ্গে) বাড়ির ষাঁড় নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল পার্শ্ববর্তী পশুবাজারে। গোরক্ষকরা মাজলাম ও ইমতিয়াজকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করে এবং পিছমোড়া করে হাত দুটোকে বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে গাছের মগডাল থেকে ঝুলিয়ে দেয়। এই বর্বরতার সাক্ষী ছিল ইমতিয়াজের বাবা। তার চোখের সামনে এই নৃশংসতম খুনের ঘটনাটি ঘটে। ইমতিয়াজের বাবা আজম খান একটি ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ায় প্রাণে বেঁচে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে খুনি গোরক্ষকদের শাস্তি দেয়নি, বরং খুনি গোরক্ষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। ২০১৫-১৮ এর মধ্যে পশু বাণিজ্যের এবং গোমাংশ ভক্ষণের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪৪ জন মানুষকে খুন করেছে গোরক্ষকরা। এদের মধ্যে ৩৬ জনই মুসলিম সম্প্রদায়ের। সবকটি খুনের ঘটনাটি ঘটে। ইমতিয়াজের বাবা আজম খান একটি ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ায় প্রাণ বেঁচে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে খুনি গোরক্ষকদের শাস্তি দেয়নি, বরং খুনি গোরক্ষকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। ২০১৫-১৮ এর মধ্যে পশু বাণিজ্যের এবং গোমাংশ ভক্ষণের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪৪ জন মানুষকে খুন করেছে গোরক্ষকরা। এদের মধ্যে ৩৬ জনই মুসলিম সম্প্রদায়ের। সবকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডে।

কেবল সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে নয়, অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করে চলেছে কেন্দ্রে মোদি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিজেপি সরকার। অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল কারণ বিভিন্ন অজুহাতে বাংলাভাষী সংখ্যালঘু মুসলিমদের ও বাঙালি হিন্দুদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা। নাগরিক পঞ্জিকরণের মুখ্য শর্তাদি সম্পর্কে সম্মানীয় সুপ্রিম কোর্টকে যথাযথভাবে অবহিত না করে ২০১৮ সালের ৩০ শে জুলাই অসমের যে খসড়া নাগিরিকপঞ্জি (এনআরসি) প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রায় ৪০ লক্ষ স্থায়ী নাগরিকের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত খাড়া করে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদপ্রাপ্ত নাগরিকদের প্রায় সবাই বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলিম, অবশ্যই সংখ্যালঘু মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। উল্লেখ্য, অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের জন্য সর্বমোট ৩.২৯ কোটি বৈধ আবেদনকারীর মধ্যে ২.৮৯ কোটি নাগরিককে বৈধ নাগিরক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোদির কার্যকালে শুধু সংখ্যালঘু মুসলিম নয়, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনও আতঙ্কিত এবং অত্যাচারিত। ২০১৬ সালের ১১ জুলাই ঊনা'র হিংসাত্মক ঘটনা মোদি সরকারের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। ঊনা তালুকের মোতা সমাধিয়ালা গ্রামে (গুজরাতের গির সোমনাথ জেলায়) একটি দলিত পরিবারের সাতজন সদস্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেদিয়া থেকে একটি মৃত গরু কিনে এনে চামড়া ছাড়াচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ছাড়ানো চামড়া বাজারে বেচে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে সংসারের ভরণপোষণ করা, কারণ এই কাজই ওই পরিবারের পেশা। চামড়া ছাড়ানোর সনয় একটি প্রাইভেট কার এসে হঠাৎ পাশে থামে এবং উচ্চবর্ণের দু'তিনজন ব্যক্তি নেমে এসে তারা কেন গোরুকে নিধন করেছে সেই প্রশ্ন করে। দলিত পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানায় যে তারা গোরুকে নিধন করেনি। প্রাকৃতিক কারণে মৃত গরুকে অন্য গ্রাম থেকে এনে কেবল চামড়া ছাড়াচ্ছিল। উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা কটুক্তি করতে থাকে এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে দলিত পরিবারের চারজন সদস্যকে ঊনা শহরে (উন্নাতনগর) নিয়ে যায়। উচ্চবর্ণের তথাকথিত স্বঘোষিত গোরক্ষকরা দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় ওই চারজন দলিত মানুষকে প্যারেড করায় এবং লোহার রড় ও লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। শুধু তাই নয়, ছুরি দিয়েও আক্রমণ করে। মারের চোটে এবং ছুরির কোপে, চারজন দলিত মানুষ যখন প্রায় অর্ধমৃত, তখন পুলিশ এসেতাদের উদ্ধার করে। উল্লেখ্য এই হিংসাত্মক ঘটনায় উচ্চবর্ণের যে তিনজন গোরক্ষক জেলে বিচারাধীন ছিল, তাদের একজন ২০১৮ সালের জামিনে মুক্তি পেয়ে পুনরায় ওই দলিত পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যন্ত হিংস্ত্রভাবে আক্রমণ করে। এই ঘটনায় গুজরাত সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহতা দেশবাসীকে অবাধ করেছে। ঊনার ঘটনার পর ভারতবর্ষের দলিতরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং তাদের জীবন ও জীবিকা চরম সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে।

ভারতবর্ষের সামাজিক অস্থিরতার উপসর্গ একমাত্র আমাদের রাজ্যকে সংক্রামিত করতে পারেনি, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেরি চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেকানে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একে অপরের পরিপূরক এবং সহমর্মিতার ভিত্তিতে বাস করছে। হাজারো প্ররোচনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় অনুপর্যবেক্ষণে এবং প্রশাসনিক সুদক্ষতায় বিগত ৮ বছরে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটিও আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম ও দলিতদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত আছে এবং তারা নিরাপদে রয়েছে। শুধু সংখ্যালঘু মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা নন, পশচাদপদ শ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি (আদিবাসী) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকার সাংবিধানিক অধিকারও পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত সুরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গে সমাজের সব শ্রেণির মানুষের জন্য প্রচলিত সরকারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে বিসেষ বিসেষ সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমেও সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবার এবং পরিবারের সন্তানসন্ততিরা সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছে। সাধারণ প্রকল্প, যেমন-কাদ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারগুলি উপকৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেকানে সংখ্যালঘু পরিবারের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ও চাকরিত ওবিসি-'এ' ক্যাটিগরিতে ১০ শতাংশ এবং ওবিসি-'বি' ক্যাটিগরিতে ৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত আছে। ২০১১ এর পর প্রায় ৮০ লক্ষ সংখ্যালঘু শিক্ষার্থী প্রি-ম্যাট্রিক, ম্যাট্রিক, পেশাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মৌলানা আজাদ ফেলোশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১ আর্থিক বছরে প্রি-ম্যাট্রিক প্রকল্পে ৯৮০ কোটি, পোস্ট-ম্যাট্রিক প্রকল্পে ৬৯২ কোটি, পেশামূলক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ৫২২ কোটি এবং মৌলানা আজাদ ফেলোশিপ প্রকল্পে ১৫৩ কোটি টাকা সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও প্রায় ২.১৪ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্র এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাইসাইকেল পেয়েছে স্কুলে যাতায়াতের জন্য। এক কথায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব সময়েই আন্তরিক থেকেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তাই যে কোনও ধরনের নিবতাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় একটি অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক জনগোষ্ঠী। ২০১৯ -এর সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক পরস্পরা এবং সমস্ত জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চতকরণে একটি ঐতিহাসিক বূমিকা পালন করতে চলেছে। পশ্চিবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কাদের নির্বাচিত করে দিল্লিতে পাঠাবে? আমি নিশ্চিত তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এমন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করবে যারা কেন্দ্রে নতুন অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠনে মুখ্য নিয়ামক হবে। এছাড়া যারা মুসলিমসহ সমস্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, দলিত, তপসিলি জাতি ও উপজাতি, পশচাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার হরণকারী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিদায় সুনিশ্চত করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামো ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর থাকবে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান

খাবারদাবারের ইতিহাস ও গবেষণা

সোহিনী সেন

প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের কড়া নজর যে উপান্তে থাকে না, সেখানেই নিয়মভাঙার প্রবণতা সবচেয়ে বেশ। এই যেমন-'নো সেমাকিং জোর্ন-এই সবচেয়ে বেশি ধূমপান হয়; 'কিপ দ্য সিটি ক্লিন' প্ল্যাকার্ডের তলায় সবচেয়ে বেশি থুতু, পানের পিক ফেলা; 'ইলিসিট অ্যাডল্ট কনটেন্ট'-সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট বা লিঙ্কে সবচেয়ে বেশি ক্লিক ইত্যাদি প্রভৃতি। এসব তো মোটামুটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জানতে কি, যে-মাছের গন্ধে আপনি-আমি নাক সিটকোই, সেই 'মাছ' ব্যাপারটাতেই মোহিত হন সম্রাট বাবর? কেন? না তাঁর মনে হয়েছিল ভারতীয় মাছ 'দুর্গন্ধহীন'। চাউমিন খেয়ে খেয়ে রেস্ত সাফ করে দিচ্ছেন, জানতেন কি, কথাটা আদতে 'চাওমিয়েন' (চাও-ভাঝা, মিয়েন-নুডলস), কস্মিনকালেও 'চাউমিন' না? জানতেন, ইতালির প্রথম পিৎজা বোজনাগারের (পোর্ট আলবা) চুলায় ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির প্রস্তারখণ্ড ব্যবহৃত হত জ্বালানিরূপে? আলপনা ঘোষের সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'ভোজনবিলাসে কলকাতা'-য় রয়েছে এমনই সব তথ্যের গুপ্তভাণ্ড! লেখক প্রথম -জীবনে সাংবাদিক ছিলেন। পরে দীর্ঘকাল সংযুক্ত থেকেছেন শিক্ষকতার সঙ্গ। তাঁর লেখনশৈলীতেও দুই পেশার স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যের মকটেল একদিকে তথ্যনিষ্ঠতা, অন্যদিকে ব্যাখ্যামূলক পারিপাট্য—অনায়াস দ্রবণ ঘটেছে দুয়ের ঠিক যেমন বঙ্গভূমে উৎকলের রন্ধনশিল্প। ওড়িষ্যার দালাম-চুড়চুড়াতেই নাকি মজেন ছাত্রনেতা সুভাচন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ-সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী।১৯২৭। মানগোবিন্দ পাণ্ডা নামের এক ওড়িয়া পদ, ওড়িয়া হাতের বাঙালি খাবার এমনই

সুখখাদ্য ছিল যে, হোটেলটি অচিরেই হয়ে ওঠে তরুণ সুভাষদের লাঞ্চের ঠেক। শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে গা-ঢাকা দিতেও বহুবার হিন্দু হোটেলের দ্বারস্থ হয়েছেন বীর বঙ্গসন্তানরা। আবার, এই ব্রিটিশরাই নবাবদের থেকে পালিয়ে বাঁচতে আশ্রয় নিত স্থানীয় বাঙালিদের ঘরে। উদরস্থ করত বাঙালি গেরস্থের খাবার। দৃষ্টান্ত খুঁড়ত পিছোতে হবে খানিক। সালটা ১৭৫৬। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা কাশিমবাজারেরকুঠি দখল করেছেন। বন্দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তালেবররা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওয়ানের হেস্টিংসও। তিনি নাকি কোনও মতে পালান। আশ্রম নেন পূর্ব-পরিচিত রেশন ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্ত নন্দীর ঘরে। সে-যাত্রায পচা পান্তাভাত খেয়ে খিদে মেটাতে হয়েছিল তাঁকে। রসিক কান্তবাবু নিজেই লিখেছেন—

নবারের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহবেকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
কাটিয়া আলি শীঘ্র কান্ত কলাপাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তাভাত।
পেটের জ্বালায় হায় হেস্টিংস তখন
পান্তাভাত দিয়া করেন ভোজন।

খাবারদাবারের ইতিহাসের সঙ্গে এভাবেই বিলাতি, দিশি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি মেলবন্ধন, সেই সংক্রান্ত মননশীল গবেষণা বইটির পরতে পরতে। সেই পরতের গহীন থেকেই বেরিয়ে আসে 'চণ্ডীমঙ্গল', 'চৈতন্যভাগবত', 'মনসামহগল'-এর ভাঁড়ারজাত তৎকালীন বাংলার বিবিধ শাক। তোলে, উনটা, নালিতা, বেথুয়ার কথা। শাক দিয়ে মাছ কিন্তু মোটেই ঢাকা দেন না লেখক। রবি ঠাকুরের 'যোগাযোগ', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', শরৎ চাটুজ্জের 'মেজদিদি' হয়ে বুদ্ধদেব বসুর পঞ্চাপদী ইলিশ ব্যঞ্জনের স্মৃতি ছুঁয়ে যান। পরিব্রাজন সারেন বাঙালি হিন্দু-মুসলিম হেঁশেলের চিংড়ির ভর্তা, মাচের খাঁটা দিয়ে লাউঘণ্ট থেকে বাঙালি খ্রিস্টান কিচেনের 'ফিশ ভিণ্ডালু', 'মামুর লিভার,' 'গিজার্ড ঝটকা,' 'বাজা-কারি' ছাড়িয়ে দূরে। আর দূরে। কখনও আওয়াধের বিরিয়ানিতে, কখনও পাকিস্তানের বাকরখানিতে, তুরস্ক লেভান্ত-সহ তামাম মধ্যপ্রাচ্যের শাওয়ারমা-ত্যহিনিতে কখনও, কখনও প্যালিস্তিনীয় ম্যাতজোথ-এ, তো কখনও ফ্রান্সের ক্রেপ-এ। তবে এ ঘোরা যাযাবর-ভ্রমণ নয়। ভিন্ন নামের বিবিধ অধ্যায়ে সুশৃঙ্খল নৈপুণ্যে লেখক আলাদা আলাদা কুইজিন-এর ঝাঁকিদর্শন করিয়েছেন। বিশ্বভ্রমণ সারিয়েছেন পাঠককে।

আরকটা ব্যাপার হল, অনেক পরিচ্ছদের মধ্যে লেখক সুকৌশলে ভরে দিয়েছেন একাধিক রন্ধনপ্রণালীর পুর। একটা বা দুটো বাক্যে। এইটাকে যদি ফ্রি-হিটে মারা 'সিক্সার' বলি, তাহলে পরিচেছদ-শেষে লেখা ম্যান্ডেটরি রন্ধনপ্রণালীগুলোকে 'সিক্সথ বল ওভার বাউন্ডারি' বলাই যায়। নিঃসন্দেহ। প্রতিটি পরিচ্ছদে হাঁকিয়েছেন তিনি।

স্টার্টার থেকে মেন কোর্স, সাইড ডিশ থেকে ডেসার্ট—খাদকরূপী পাঠকের সঙ্গে কখনওই যেন কৃতঘ্নতা করে না লেখকের কলম। ভরপেট্টা রসনার কালশনিকভ গানপয়েন্টে ঠেকিয়ে কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন একনাগাড়ে পড়িয়ে নেয় আড়াইশোটা পাতা। ঢেকুর ওঠে। তবে চোঁয়া নয়। তৃপ্তির। বলা বাহুল্য, সুপাচকের দক্ষতা তো এখানেই।

(সৌজন্য প্রতিদিন)

চতুর্থ দফার নির্বাচনে ১৪ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আছে ফৌজদারি মামলা

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যের চতুর্থ দফার নির্বাচনে ৮ টি আসনে প্রার্থী হয়েছেন ৬৮ জন । এদের মধ্যে ১৪ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি মামলা । যার ১২ জনের মধ্যে খুন, খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ, অপহরণের মত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ জন সিপিএমের প্রার্থী । ৩ জন এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে লড়াই করছেন । কংগ্রেস ও তৃণমূলের এক জন করে প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলছে । ২২ জন প্রার্থী কোটিপতি । ২৪ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনীর মধ্যে ।

আগামী সোমবার, ২৯ এপ্রিল চতুর্থ দফার ভোট। এই দফায় রাজ্যের আটটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। গুরুত্বপূর্ণ এই দফায় নির্বাচন হবে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর এবং বীরভূম কেন্দ্রে।

বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী অপূর্ব সরকার ওরফে ডেভিড। একসময় তিনি বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর দান হাত ছিলেন। এখন সেখানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছে তৃণমূল। এখানে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্য। কংগ্রেস বর্তমান সাংসদ অধীর চৌধুরীকেই প্রার্থী করেছে। বামফ্রন্টের প্রার্থী জুলফিকার আলি।

কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে মহুয়া মৈত্রকে। তিনি প্রয়াত সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাসের ভূমি করিমপুরের বিধায়ক ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহেশগঞ্জের জমিদার পালচৌধুরী পরিবারের মেয়ে তিনি। কংগ্রেস নেতা কাশিকান্ত মৈত্রের পুত্রবধু। ইলা পালচৌধুরীর নাতনি। এই ইলা পাল চৌধুরী নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, দু জায়গা থেকে নির্বাচনে জয় লাভ করে ছিলেন। সুতরাং রাজনীতিটা মহুয়ার রক্তে। কৃষ্ণনগর পুরসভার পাশে তিনি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। তার এক তলায় হয়েছে মহুয়ার 'ওয়ার রুম'। যেখানে দিল্লি থেকে নিয়ে আসা ৩০ জন আইটি সেলের ছেলে মেয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি দাঁড় করিয়েছে ফুটবলার কল্যাণ চৌবেকে। কল্যাণ আদপে কলকাতা ময়দানের গোলকিপার হলেও তাকে কৃষ্ণনগরের মানুষ জন চেনেন 'ফ্যাশন শো স্টপার' হিসেবে। মেয়েদের চোখে হ্যান্ডসাম কল্যাণ চৌবে কলকাতা, দিল্লিতে ফ্যাশন শোয়ে অংশ নিয়ে রাতারাতি কৃষ্ণনগরের জনতার হার্ডথ্রব হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে ইমতাজ আলি শাহ। সিপিএমের প্রার্থী এখানে এক সময়ের কল্যানী পুরসভার চেয়ারম্যান শান্তনু ঝা।

রানাঘাট লোকসভায় তৃণমূল দাঁড় করিয়েছে সদ্য বিধবা রুংপালি বিশ্বাসকে। ওনার স্বামী ছিলেন সত্যজিত বিশ্বাস। তিনি কিছুদিন আগে দুষ্কৃতিদের গুলিতে মারা যান। সেই মামলায় নাম জড়িয়ে পরে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে রানাঘাটে বিজেপি প্রার্থী করেছে ড: মুকুটমণি অধিকারীকে। এখানে কংগ্রেসের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন মিনতি বিশ্বাস। সিপিএম এবার এখানে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়েছে বাম জমানার নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি রমা বিশ্বাসকে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নজরে আছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর, রানাঘাট লোকসভাও। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই লোকসভা কেন্দ্রের বহু বুথ স্পর্শকাতর। নির্বাচনী গন্ডগোলের জন্য কুখ্যাত কুপার্স ক্যাম্প। এই সব দিক নজরে রেখে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাহিনী রেখে ভোট করতে চাইছে কমিশন।

এবারের লোকসভা ভোটে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুনীল মন্ডল। বিজেপি এখানে দাঁড় করিয়েছেন পরেশচন্দ্র দাসকে। কংগ্রেস প্রাথী সির্দার্থ মজুমদার। সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস।

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে তৃণমূল দাঁড় করিয়েছে মমতাজ সংঘমিতা। তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেন্দ্র সিং আলুয়ালিয়া। তিনি আবার দুর্গাপুরের জামাই। গত লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়। সিপিএম দাঁড় করিয়েছে এক সময়ের ডিওয়াইএফআই নেতা তথা আসানসোলের জোনাল সম্পাদক আভাস রায়চৌধুরীকে।

আসানসোল কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রার্থী মুনমুন সেনকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি জিতে ছিলেন বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে। কিন্তু তাঁর প্রতি বাঁকুড়ার মানুষের ক্ষোভ আঁচ করে তাকে বাঁকুড়া থেকে সরিয়ে আসানসোলের প্রার্থী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে এখানে বিজেপি প্রার্থী গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল অবশ্য গত লোকসভা নির্বাচনে এই আসানসোল থেকে জিতেই প্রথমবার লোকসভায় পা রেখে ছিলেন। এখানে কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন বিশ্বরূপ মন্ডল। খনি শ্রমিকদের নেতা, এক সময়ের আসনসোলের জোনাল সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় এখানে সিপিএম প্রার্থী।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতর সূত্রে খবর, চতুর্থ দফায় মোতায়েন হতে চলেছে ৫৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। অর্থাৎ আরও ২৫৭ কোম্পানি বাহিনী আসতে চলেছে রাজ্যে। সব ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসবে অতিরিক্ত বাহিনী। কমিশন সূত্রে খবর, চতুর্থ দফায় ১০০ শতাংশ বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দফা যত বেড়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিমাণ বেড়েছে রাজ্যে। প্রথম দফায় ৮৩ কোম্পানি, দ্বিতীয় দফায় ২০০ বাহিনী, তৃতীয় দফায় ৩২৪ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন ছিল। তৃতীয় দফায় ৯২ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। চতুর্থ দফায় আরও বেশি অর্থাৎ ৯৮ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন। অর্থাৎ আধা সেনার পরিমাণ আরও বাড়ানো হচ্ছে।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট চায় নির্বাচন কমিশন। তাই আজ সাধারণ ভোটারদের প্রতি নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে ভোট দানে বাধা পেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেন্ট্রাল কন্টোল রুমে ফোন করতে। নম্বর, ০৩৮১২৩৪১০৬৪/ ০৩৮১২৩৪১০২৪। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের সচিবালয়ের নম্বর, ০৩৩৪০৬৬৪৪৭৯/০৩৩৪০০৬০৫৫৮/০৩৩৪০৬০৫৭৪৩/০৩৩৪০৬৫০৩৬২। প্রয়োজনে ফোন করা যেতে পারে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবেকে। তাঁর নম্বর, ৬২৯২১৫৫৯৭৩। বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েকের নম্বর,৬২৯২১৫৯১৬৯। এছাড়া মেল আইডিতে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

স্নান করতে নেমে তিন কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার তিন

নরেন্দ্রপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : শুক্রবার দুপুরে ছয় বন্ধু মিলে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জগদিপোঁতা এলাকায় একটি জলাশয়ে স্নান করতে নামে। সেখানে নেমে তিনজন ওই জলাশয়ে তলিয়ে যায়। বাকী তিনজন কোনওক্রমে সাঁতরে পাড়ে উঠে আসে। তারাই চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় মানুষজন এসে পুকুরে নেমে উদ্ধার কাজ শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে চলে আসে। তলিয়ে যাওয়া তিন কিশোরকেই উদ্ধার করে দ্রুত কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর কলকাতা পুরসভা ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এই ছয় কিশোর। শুক্রবার ছয় বন্ধু মিলে বাড়ির অদূরে অবস্থিত এই জলাশয়ে স্নান করার উদ্দেশ্যে আসে তারা। এদের সকলেরই বয়স ষোল সতেরো হবে। ছয় বন্ধু মিলে স্নান করতে নামলে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন রৌনক দাস, শুভজিৎ ও শান রায় নামে তিনজন জলাশয়ের জলে তলিয়ে যায়। বাকী তিনজন সুরজিত রায়, চরণ ঢালী, বিশাল মিস্ত্রী কোন ক্রমে সাঁতরে পাড়ে উঠে আসে। তারাই চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় মানুষজন এসে ওই জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যাওয়া কিশোরদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগায়। তড়িঘড়ি তিনজনকে উদ্ধার করে কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ তিনটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঠিক কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

শুক্রবার সাউথ এশিয়ান সেম্পিনির সাথে উপ রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কেইয়া নাইডু। ছবি- পিআইবি।

বারণসী লোকসভা কেন্দ্র : এনডিএ নেতাদের উপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানউ উত্তর প্রদেশের বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রে থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এনডিএ নেতাদের উপস্থিতিতে বারাণসী কালেক্টরেট অফিসে গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা লখনউ লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দল ইউনাইটেড নেতা নীতীশ কুমার, লোক জনশক্তি পার্টির রামবিলাস পাসোয়ান-সহ অন্যান্যরা। কালেক্টরেট অফিসে পষ্পস্তবক দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান রাজনাথ সিংউ এরপর এক-এক করে এনডিএ নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেন প্রধানমন্ত্রী। দিনের শুরুতেই বারাণসীতে বিজেপি কর্মীদের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমিও বুথ কর্মী ছিলাম, দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর সৌভাগ্য আমারও হয়েছিলউ' একইসঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'বারাণসীর নির্বাচন এবার এমন হওয়া উচিত, যাতে দেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বই লেখার বিষয়ে ভাবতে শুরু করেনউ' এদিন বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আজ এই মঞ্চ থেকে আপনাদের, দেশের প্রতিটি নাগরিককে এবং প্রতিটি বিজেপি কার্যকর্তাকে আমি নিজের ভালোবাসা ব্যক্ত করছি।' বিজেপি কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, 'কোন দল থেকে কে প্রার্থী হয়েছেন, দয়া করে এসব নিয়ে আলোচনা করবেন না, গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তাঁরাও ময়দানে নেমে পড়েছেনউ তাঁরা আমাদের শত্রু নন।

উল্লেখ্য, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা নন, উত্তর প্রদেশের বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থী অজয় রাই।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী থেকে মাত্র ৭৫,০০০ ভোট পেয়েছিলেন অজয় রাইউ জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁরউ ২ লক্ষ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫.৮ লক্ষ ভোট পেয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেনউ বারাণসী থেকে প্রিয়াঙ্কা কেন কংগ্রেস প্রার্থী হলেন না, এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, পরাজয় দিয়ে বোনের রাজনৈতিক জীবন যাতে শুরু না হয়, তা সুনিশ্চিত করতেই বারাণসী থেকে প্রিয়াঙ্কাকে প্রার্থী করেননি রাহুল গান্ধী।

মাকে সঙ্গে নিয়েই মনোনয়ন জমা দিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী

আলিপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : শুক্রবার দুপুরে নিজের মা তাপসী চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়েই আলিপুরে জেলা শাসকের কার্যালয়ে এবারের লোকসভা ভোটের মনোনয়ন জমা দিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের হাতে মনোনয়ন জমা দেন মিমি। এদিন মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী সহ বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। কুর্তি, টপ পড়ে প্রচারের কাজ করলেও এদিন শাড়ি পড়ে একেবারে খাঁটি বাঙালির সাজে মনোনয়ন জমা দেন মিমি।

এদিন দুপুর একটা নাগাদ দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়েই আলিপুরে জেলা শাসকের দফতরে হাজির হন এই অভিনেত্রী প্রার্থী। এদিন মিমির সঙ্গে ছিলেন তার মা তাপসী চক্রবর্তীও। এর আগে নির্বাচনী প্রচার কিংবা কর্মীসভায় মিমির বাবাকে দেখা গেলেও এই প্রথম কোনও নির্বাচনী কাজে তার মা-কে দেখা গেল। এদিন মিমির মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। মনোনয়ন জমা দিয়েই অবশ্য বেরিয়ে যান মিমি। এদিন কোথাও কোনও ভোটের প্রচার নেই বলেই জানান এই তৃণমূল প্রার্থী। তবে নিজের বাড়িতে এদিন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নোত্তর পর্বের মুখোমুখি হওয়ার কথা তার। এই কেন্দ্র থেকে জয়ের ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ আশাবাদী।

জামিন পাওয়ার পর দুশোরও বেশি জঙ্গি গা ঢাকা দিয়েছে

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার হয়েছে প্রায় চার হাজার জঙ্গি। কিন্তু এর মধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে দুশোরও বেশি জঙ্গি। শতাধিক জঙ্গি আইনজীবীদের মাধ্যমে হাজিরা দিচ্ছে আদালতে। এসব তথ্য গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া। জানা গেছে, আদালতে বিচারাধীন ও পুলিশের তদন্তে আছে এমন জঙ্গি মামলার সংখ্যা আটশোর মত। এর মধ্যে আদালতে বিচারাধীন মামলা সাড়ে পাঁচশো। বাদবাকি মামলা পুলিশের তদন্তে আছে। এসব মামলায় জঙ্গিরা গ্রেফতার হয়েছে, আদালত থেকে জামিন পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বলা হচ্ছে, তদন্তে গাফিলতি ও বিচারে দীর্ঘসূত্রতার কারণে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা বলেন, জঙ্গিরা জামিন নিয়ে পলাতক হলেও আসামির জামিনদারদের জবাবদিহিতার অভাব থাকায় তাদের কারওর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্তমান অবস্থায় জঙ্গিরা নির্বিঘ্নে জামিন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গা ঢাকা দেওয়া জঙ্গিদের মধ্যে অন্তত দু'ডজন ভয়ংকর জঙ্গি রয়েছে যারা সমরাস্ত্র পরিচালনাসহ শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরিতে পারদর্শী। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে জঙ্গি সংগঠনের উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, গা ঢাকা দেওয়া জঙ্গিরা এই উত্থানে কলকাঠি নাড়ছে। আবার কেউ কেউ কারাগারে থেকেও জঙ্গি তৎপরতায় মদত জোগাচ্ছে। এখন নড়েচড়ে বসেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, পলাতক জঙ্গিদের অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। উর্ধতন কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, এই জঙ্গিদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য নেই। তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী। এই পলাতক জঙ্গিদের দ্রুত পাকড়াও করা না গেলে নিরাপত্তা হুমকি বাড়বে।

শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলার পর বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশেও জঙ্গি হামলার চেষ্টা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি দেশের মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। গোয়েন্দা সংস্থা থেকে জানা গেছে, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে সরকার জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। সরকারের অগ্রাধিকার ও আন্তরিকতা থাকলেও মামলার তদন্ত ও বিচারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। চাঞ্চল্যকর জঙ্গি হামলার মামলা তদন্ত করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সংগঠনগুলোর নেপথ্যের মদতদাতাদের অনেককেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে না বলে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছোট ছোট স্লিপার সেলে বিভক্ত হয়ে কাজ করায় আটকদের কাছ থেকে নানা তথ্য পেয়েও জঙ্গিদের ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া জঙ্গিরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করায় তাদের অবস্থানও চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তদন্ত শেষে যেসব মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হচ্ছে সেসব মামলার বিচারেও তেমন অগ্রগতি নেই। নিয়মিত সাক্ষী হাজির না হওয়ায় মূলত এসব মামলার বিচার কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ঢিলেঢালা সাক্ষী সুরক্ষা আইনের কারণে প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ সাক্ষীরা ভয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হাজির হচ্ছে না।

বারাণসীর নির্বাচন এমন হওয়া উচিত, যাতে রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বই লেখার কথা ভাবেন : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): 'আমিও বুথ কর্মী ছিলাম, দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর সৌভাগ্য আমারও হয়েছিলউ' শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ও আলাপচারিতায় এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ একইসঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বারাণসীর নির্বাচন এবার এমন হওয়া উচিত, যাতে দেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বই লেখার বিষয়ে ভাবতে শুরু করেনউ' এদিন বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ এই মঞ্চ থেকে আপনাদের, দেশের প্রতিটি নাগরিককে এবং প্রতিটি বিজেপি কার্যকর্তাকে আমি নিজের ভালোবাসা ব্যক্ত করছিউ' বিজেপি কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, 'কোন দল থেকে কে প্রার্থী হয়েছেন, দয়া করে এসব নিয়ে আলোচনা করবেন না, গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তাঁরাও ময়দানে নেমে পড়েছেনউ তাঁরা আমাদের শত্রু ননউ' এরপরই প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'বারাণসীর নির্বাচন এবার এমন হওয়া উচিত, যাতে দেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও বই লেখার ব্যাপারে ভাবতে শুরু করেন।

শুক্রবারই বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই বারাণসীতে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রীউ সঙ্গে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ এরপর শুক্রবার সকালে এনডিএ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ উপস্থিত ছিলেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দল ইউনাইটেড নেতা নীতীশ কুমার, লোক জনশক্তি পার্টির রামবিলাস পাসোয়ান-সহ অন্যান্যরাউ এদিন এনডিএ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'দেশে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এনডিএউ' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন, 'বারাণসীর জনগণ খুবই সৌভাগ্যবাণ, তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত করছেন, অথচ দেশের অন্যান্য সংসদীয় আসনের জনগণ সাংসদদের নির্বাচিত করছেনউ' বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই কালেক্টরেট অফিসে এসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রীউ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এনডিএ-র সমস্ত নেতারাউ এদিন বারাণসীর কাল ভৈরব মন্দিরেও পুজো দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিমানসংস্থার কর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স): কলকাতা বিমানবন্দরে বেসরকারি বিমানসংস্থার কর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাম, গুরবিন্দর সিং। গুরবিন্দরের বাড়ি পঞ্জাবের অমৃতসরে। গুরবিন্দর ভিসা জালিয়াতির অভিযোগে ২২ দিন ইন্দোনেশিয়ার জেলে ছিল।

ইন্দোনেশিয়ার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ২৪ এপ্রিল দেশে ফিরেছিল গুরবিন্দর। প্রথমে কলকাতায় এসে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠে। সেখান থেকে গতকাল রাতে দিল্লি হয়ে পঞ্জাবে ফেরার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসে। মদ্যপান করে বোর্ডিং পাস করানোর জন্য বেসরকারি বিমানসংস্থার কাউন্টারে যায়। বিমানটি ছিল গো এয়ারের। নম্বর জি বি ১০৬। কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল তার। সেখান থেকে পাঞ্জাব যেত গুরবিন্দর। সেখানে বিমানসংস্থার কর্মী তাকে বলেন, 'একটু সময় লাগবে'। একথা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গুরবিন্দর। প্রথমে কটূক্তি করে। শুধু তাই নয়, পরে মদ্যপ অবস্থায় বিমানবন্দরে গুরবিন্দর এক মহিলার শ্লীলতাহানিও করে। ঘটনার পর অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন কলকাতা বিমানবন্দরের কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানরা। ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে। গুরবিন্দরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে শুক্রবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চাকরি সূত্রে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিল গুরবিন্দর সিং। কিন্তু তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই, সেখান থেকে তাকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। কলকাতা বিমানবন্দরের মত হাই সিকিউরিটি জোনে এধরনের ঘটনায় কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গুরবিন্দরের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মোদীকে নয় হটাতে হবে তার নীতিকে : ইয়েচুরি

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স) : দেশকে সুরক্ষিত করতে নরেন্দ্র মোদীকে নয়, হটাতে হবে তার নীতিকে উ শুক্রবার এমনটাই মন্তব্য করলেন সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি উ এদিন মুজ্জাফর আহমেদ ভবনে, সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।

এদিন গত পাঁচ বছরের তুলনা টেনে ইয়েচুরি বলেন, গত পাঁচ বছরে মানুষের নীতিবোধকে লঘু করেছে মোদী সরকার উ তাই এবার সময় এসেছে ওই নীতিবোধকে হটানোর, মোদীকে নয় উ তার কথায়, ব্যক্তিগত লড়াইয়ে বিশ্বাসী নয় তারা উ তাই মোদীজীর সঙ্গেও কোনও ব্যাক্তিগত লড়াই নেই তাদের উ তাদের লড়াই মোদীজী তথা সমস্ত বিরোধীদের নীতি বোধের বিরুদ্ধে ।এদিন নরেন্দ্র মোদীর বিপক্ষ হিসেবে সাধারণ মানুষের কথাই বলেন তিনি উ ইয়েচুরি বলেন, গত পাঁচ বছরের কাজের সুষ্ঠ হিসেব দিতে পারেননি মোদী উ তাই এবারের নির্বাচনই সঠিক সময় এর জবাব দেওয়ার উ তার কথায়, এবার লড়াই হবে মোদী বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের উ তারাই মোদীর নীতিবোধের বিরুদ্ধে লড়ে এর সঠিক জবাব দেবেন।

কুমিরের সাথে লড়াই করে বেঁচে ফিরলেন গৃহবধূ

২৬ এপ্রিল (হি. স.) : দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কুমিরের কাছ থেকে বেঁচে ফিরলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ছোট রাক্ষস খালী এলাকায়। জখম গৃহবধূর নাম গৌরী খালুয়া।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই গৃহবধূ গৌরী খালুয়ার(৪৫) স্বামী গোবর্ধন খালুয়া কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। পাথরপ্রতিমা থানার ছোট রাক্ষস খালি ভোক্তা ঘেরি এলাকার বাসিন্দা তিনি। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ পাশের জগদ্দল নদীতে জাল ফেলতে যান তিনি। এক কোমর জলে নদীতে নেমে তিনি জাল ফেলতে থাকেন। তখনই হঠাৎ তাকে একটি কুমির কোমরের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জন্ডিস হলে কী খাবেন?

ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী

জলবাহিত অসুখ হেপাটাইটিস -এ থেকেই জন্ডিস দেখা দেয় বেশি। জন্ডিসের রোগীকে তেল মশলা ছাড়া বিস্বাদ খাবার খাওয়ানোর তত্ত্ব বালিত হয়ে গিয়েছে বহুকাল। বাড়িতে হালকা তেল, মশলা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বানানো মাছের ঝোল, তরকারি, ডাল, স্যুপ, স্টু, ফলের রস সবই খেতে পারেন জন্ডিসের রোগী। রান্নায় তেলের ব্যবহার সীমিত হলেই চলবে। তীব্র অরুচির জন্য একেবারে বেশি খেতে পারেন না এরকম রোগী। অল্প অল্প করে বারবার খাওয়ান, একেবারে খুব বেশি নয়। শর্করাজাতীয় খাদ্য একটু বেশি খাওয়ালে লিভারে গ্লাইকোজেন-সঞ্চয় বাড়বে। আলু, ভাত, চিনি বা গুড়ের সরবত, টাটকা রসগোল্লা যেমন। প্যাকেট প্যাকেট গ্লুকোজ কিনে শরবত খাওয়ানো অর্থহীন। এতে পেট ফাঁপে, ফাঁকা হয় পকেটও। চিনি বা আখের গুড়ের শরবত খাওয়ালেও একই পরিমাণ গ্লুকোজ লিভারে যাবে। জন্ডিসের রোগীকে মিছরির শরবত খাইয়ে পেট ঠাণ্ডা রাখার তত্ত্ব নির্ভেজাল কল্পনাবিলাস।

মূল কথা, বেশি গ্লুকোজ লিভারকে জোগানো। ভাত, রুটি, খিচুড়ি,

ডিমসেদ্ধ, মাছের ঝোল, তরকারি, পাকা ফল সবই চলবে। দেখতে হবে খাবারটা যেমন যথেষ্ট স্বাদু হয়। কম তেল মশলাতেও স্বাদু খাবার বানাতে বাঙালি গিন্নিদের জবাব নেই। নেই শুক্তো, ডাল, ঝোলকে এমনভাবে বানাতে হবে যাতে অরুচির মুখেও খেতে ভালো লাগবে জন্ডিসের রোগীর। আখ টুকরো করে চিবিয়ে খেতেই পারেন রোগী। তার মানে এই নয় যে আখের রস খেলে জন্ডিস তাড়াতাড়ি সারবে। তবে রাস্তার দোকানে থেকে আখের রস না খাওয়াই ভালো। কারণ এতে ধুলোবালি, রোগজীবাণু থাকে। যা জন্ডিসের রোগীর পক্ষে মোটেও ভালো নয়। অনেকে মনে করেন বাতাবি লেবু বেশি করে খাওয়ালে রোগী দ্রুত সুস্থ হবেন। বলে রাখি, এই ধারণা ভুল। বাতাবিলেবু খাওয়ান, তবে অল্প অল্প করে। মাখনতোলা দুধ, দই চলবে। চলবে ছানা। রসগোল্লা ছাড়া অন্য মিষ্টি না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একটু আধটু টকে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা নেই রান্নায় শুদ্ধ হলুদ ব্যবহারে। বাটা ব্যবহার করা ভালো। প্যাকেট হলুদে হরদম মেলানো হয় নানা বিষ-রঙ, জন্ডিসের রোগীর লিভারের পক্ষে যা চূড়ান্ত ক্ষতিকর। হলুদ খেলে জন্ডিস বাড়ে না। জন্ডিস কমে না 'ন্যাবার মালা' গলায় পরে। একই কথা ধাপ্পাবাজদের রোগীর হাতে আমছাল মাখিয়ে হাত ধুইয়ে হলুদ জল শরীর থেকে বার করে দেবার ব্যাপারে। কোয়াকের হাতে শিরায় 'গ্লুকোজ' ভুলেও নয়। জন্ডিস তীব্র বা জটিল হলে যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া শুধু জরুরি নয়, আবশ্যিক। মুখে খেতে না পারা রোগীকে শিরায় গ্লুকোজ দেওয়া বা অন্যান্য চিকিৎসার ভার পাশ করা ডাক্তারবাবুর হাতেই দিন।

অ্যাজমা

নিম্নচাপের দাপটে শরতের দফারফা। ঘাসের ডগায় শিশির জমার সুযোগই পাচ্ছে না। জল কল্লোলে শিশির তো বটেই ঘাসের গোড়া পর্যন্ত ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। ছাতিম ফুলও ফোটার সুযোগ পাচ্ছে না। বৃষ্টির দাপটে কুঁড়ি পচে প্রায় ঝরে গেছে। নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি হলেও মনে রাখতে হবে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে কিন্তু ঋতু পরিবর্তন সময় এসে গেছে। তাই বয়স্ক এবং বাচ্চাদের এই সময় এসে গেছে। তাই বয়স্ক এবং বাচ্চাদের এই সময় খুব সাবধানে রাখা দরকার। সর্দি-কাশি-জ্বর-অ্যাজমা বা হাঁপানির প্রকোপে বহু মানুষই এই সময় আক্রান্ত হন। বর্তমান যুগে অ্যাজমা বা হাঁপানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সমস্যা।

নানা কারণে অ্যাজমা হতে পারে। বংশগতির ধারা ও বিভিন্ন ওষুধপত্র প্রয়োগের ফলেও বাচ্চারা অ্যাজমাটিক হয়ে উঠছে। অনেকে বলেন চাইল্ডহুড অ্যাজমা একটু বয়স হওয়ার পরই সেরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, তারা বড় হওয়ার পরও রোগটা সারেনি। তারা চাইল্ডহুড পেরিয়ে অ্যাড্যাল্টহুডে পৌঁছে গেছেন ওই কষ্ট ভোগ করে। সব থেকে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে তাদের প্রতিমুহূর্তে ইনহেলার সঙ্গে নিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। আর এই ওষুধটিও বারবার ব্যবহারে ফুসফুসের চেহারা বদলে এমফাইসিমা আনতে পারে। এটা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। অ্যাজমাতে কী হয়— ফুসফুসের মধ্যে থেকে বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে তারমধ্যে যে রোম রয়েছে সেখানে যদি চিটচিটে সর্দি জমে থাকে তাহলে রোম তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। ফলে শুরু হয় সমস্যা।

বর্ষা এবং শীতে অ্যাজমার প্রকোপ খুবই বেড়ে যায়। ঋতু পরিবর্তনের সময় এক একজনের অ্যাজমা বাড়ে। আমরা শুধু রোগী নয়, রোগীর প্রকৃতি, তার বাবা, মা ও নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কেও খোঁজখবর নিই। আবহাওয়ার সঙ্গে অ্যাজমা সম্পর্ক আছে কি না, প্রথমে কীভাবে শুরু হল, খাওয়ার পর না মাঝরাতে ঘুমের মধ্যেই অ্যাজমার আক্রমণ শুরু হয়েছে— এটা আমাদের জানতেই হবে। কারণ লক্ষণটা প্রথমেই বোঝা দরকার।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি—

১) অ্যাজমার সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে।

২) কোলে থাকলে বেশ আরামে থাকে।

৩) একটু ঘুমোবার পরই কাশি শুরু হচ্ছে এবং কাশতে কাশতে বাচ্চটি বমি করছে, কাশির সঙ্গে যে সর্দি উঠছে তার রঙ কেমন।

৪) ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে সাঁই সাঁই। এইসব লক্ষণ বিচার করেই ওষুধ নির্বাচন করতে হয়।

অ্যাজবার রোগীদের ক্ষেত্রে কোনওদিন দাদ হয়েছিল কি না? এবং হলে কোন মলম ব্যবহার করা হয়েছিল— এইসব তথ্য জেনে তবেই ওষুধ দেওয়া দরকার।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে এক্ষেত্রে সাধারণত সঞ্জিয়া দেওয়া হয়।

সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে। রাতে কষ্ট খুব বাড়ছে, ঘুমোতে পারছে না এক্ষেত্রে অ্যাসপিডস্পারমা ব্যবহারে ভালো পল পাওয়া যায়।

শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি রয়েছে এক্ষেত্রে বাসক পাতার রস দিয়ে তৈরি ওষুধ জাসটিসিয়া দেওয়া হয়।

ভোরের দিকে খুব কষ্ট হলে ক্যালিগ্রুপ খুব ভালো কাজ দেয়। ক্যালিমিউর, ক্যালিকার্ব প্রভৃতি ওষুধ।

সিড়ি ভাঙলে কষ্ট বাড়ে— এক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া ফস ও কার্ব দেওয়া হয়। চর্মরোগ বা পেটের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছেন। এগুলো সারল তো অ্যাজমা বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে সালফার, ব্রয়োনিয়া ভালো কাজ করে।

অ্যাজমার নিরাপদ চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি দ্বারা করাই সম্ভব। আশি থেকে নব্বই শতাংশ মানুষ এতে ভালো হয়ে যান। যারা প্রবল ইনহেলার ব্যবহার করেন, আমাদের ওষুধ খাওয়ার পর তাহাদের ইনহেলার নেওয়ার মাত্রা কমে যায়। তবে লক্ষণ বুঝে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত। এবং সেটা অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া সম্ভব নয়।

ক্যানসার?

বাবা হতে বাধা নেই

ডাঃ শিউলি দাস

যদিও বাথুরমের আলোটা হলুদ বালব, তবু কুন্তলের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না রঙটা লাল। বলা হয় সাদা জিনিসও হলুদ বালবের আলোয় একটু হলদেটে লাগে,

কিন্তু তা বলে লাল? সঙ্গে একটা চিনচিনে ব্যথা, ঠিক তলপেটের কাছে ভয়টা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। 'প্রস্রাবে রক্ত'? অফিস থেকে ফিরে, রাতে খেয়েদের ঘুমোতে যাবার আগে, বাথরুমে গিয়েছিল কুন্তল। আর তখনই কমোডের জলে লাই ইউরিন দেখে ভয়টা শুরু হল। বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে ভাবল সর্বাণীকে বলবে কি না। সর্বাণীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে মাত্র ছয় মাস। বললে যদি আবার ভয় পেয়ে যায়? ভাবতে ভাবতে মোবাইলে টাইপ করছিল শমিকের নম্বর, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বেশ কয়েকবার বাজার পর ফোন তুলল শমিক, সবটা শুনে বলল, 'কাল ইউরোলজিস্টের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি, দেখিয়ে নে। তারপর শুরু হয়ে গেল পরের পর টেস্ট। শেষমেশ যেটা ধরা পড়ল, সেটা প্রস্রাবের থলির ক্যান্সার। হতভম্ব কুন্তল বুঝতে পারছিল না কী করবে? কতগুলো শব্দ মাথায় ঘুরছিল। অপারেশন, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি। মাত্র ছ মাস ওর বিয়ে হয়েছে, আর এখনও জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে। সর্বাণীর কথা ভেবে ও কাঁপছিল। সমাধান এল। কিন্তু অন্যভাবে। এখন চিকিৎসা করে রোগমুক্তি সম্ভব। কিন্তু এই রেডিও বা কেমোথেরাপির এফেক্ট পরবর্তীকালে সন্তান হওয়ার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। কুন্তল শুনেছিল এবং ইন্টারনেটে পড়েছিল যে রেডিও বা কেমোথেরাপির ফলে টেস্টিস স্পার্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকী পরবর্তীকালে আর উৎপাদন নাও হতে পারে। তখন সন্তান আসা সম্ভব অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাহলে উপায় কী? শুধু কুন্তল নন, আরও যারা এরকম ব্যাধিতে ভুগছেন, তাহলে কি তারা কখনওই সন্তানের জনক হতে পারবেন না;

'পারবেন।' আর সেটি সম্ভব রেডিও বা কেমোথেরাপির আগে স্পার্ম জমিয়ে রাখার পদ্ধতির সাহায্যে।

কীভাবে জমানো হয়?

এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি যেখানে লিক্যুইড নাইট্রোজেনের মধ্যে শরীরের কোষ (ওভাম/স্পার্ম) হিমশীতল তাপমাত্রায় রাখা হয়। অর্থাৎ স্পার্মের কিনা বয়স সেখানে থমকে গেল। একে ক্রায়ো-প্রিজার্ভেশন পদ্ধতি বলা হয়। এটি যেমন ওভাম/স্পার্ম ক্ষেত্রে সম্ভব। তেমনি ভ্রূণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ক্রায়োবিজ্ঞান আদতে কী?

আমাদের পুরাণে পাওয়া যায় মুনি ঋষিদের কথা, যারা বিশেষ কুম্ভ করতেন, আর তার মাধ্যমে নির্বাণ অথবা ধ্যানস্থ অবস্থার পৌঁছে যেতেন, অর্থাৎ এই অবস্থায় শরীরের সবকিছু থমকে যেত আর হবু বছর পর আবার তাকে ফিইরয়ে আনাও যেত। অনেকটা টাইম মেশিনের মতো। যেন অনেকটা পাঁচ বছর আগে ফিরিয়ে যাওয়া। অথবা পাঁচ বছর এগিয়ে যাওয়া।

কীভাবে ক্রায়ো করা হয়?

ক্রায়োবিজ্ঞান কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহিত্যক তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে জড়িত। কোষের স্বাভাবিক মেটাবলিজম চালু রাখার জন্য ৩৫ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস জরুরি। তাপমাত্রার তারতম্যে কোষের মধ্য থেকে জল বেরিয়ে যায় বা বেড়ে যায়। যেমন কোষের বাইরের তাপমাত্রা যদি কমে যায় তাহলে কোষের অভ্যন্তরীণ জল বেরিয়ে গিয়ে কোষ শুকিয়ে যায়। আবার কোষের বাইরের তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে কোষের মধ্যে অতিরিক্ত জল বেড়ে গিয়ে কোষ নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে ক্রায়ো করার সময় কোষের কি ক্ষতি হতে পারে? না! কারণ এক্ষেত্রে তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে কোষগুলিকে ৩০° থেকে ৪০° অথবা ১১° সেন্টিগ্রেডে জমিয়ে রাখা হয় বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে কোষ নষ্ট না হয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে এই ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন করা হয়। একটির নাম 'ভিট্রিফিকেশন' আর অন্যটি স্লোফ্রিজিং। এই পদ্ধতিতে ৫ বছর পর্যন্ত কোষগুলো ভালো থাকে। পরে থা করে অর্থাৎ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে কোষগুলিকে জাগিয়ে তোলা হয়। তখন পর্যন্ত কোষগুলিকে জাগিয়ে তোলা হয়। তখন পর্যন্ত কোষগুলি সুস্থ ও জীবিত থাকে। কোষের টাইম মেশিন প্রকৃত অর্থে এই 'ক্রায়োপ্রিজারভেশন' একধরনের কোষের হাইবারনেশন প্রক্রিয়া। যেখানে প্রতিটি কোষের মেটাবলিজম অত্যন্ত স্বল্প মাত্রায় ঘটতে থাকে। ফলে মনে হয় বয়স যেন থমকে আছে। এইভাবে পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত কোষগুলি জীবিত থাকে। পরে প্রয়োজনমত কোষগুলি জীবিত থাকে। পরে প্রয়োজনমতো কোষগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয় ও তাদের গ্রোথ হতে থাকে। অর্থাৎ যেন এই প্রাণগুলি পাঁচ বছর আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর এখন জেগে উঠল, অথবা টাইম মেশিন চড়ে পাঁচ বছর এগিয়ে এল ভবিষ্যতের পথে।

বাবা হতে বাধা নেই

পরিশেষে বলি, যত মারাত্মক ব্যাধিই হোক না কেন, তার পূর্ণ চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ সম্ভব। শুধুমাত্র সময়মতো নিজের কোষগুলি (স্পার্ম, ওভাম, ভ্রূণ) যত্ন করে জমিয়ে রাখতে হবে। সেটা তরল নাইট্রোজেন ক্রায়োপ্রিজার্ভেশনের মাধ্যমে সম্ভব। এই মুহূর্তে এই বিজ্ঞানের ব্যবহার আমরা হামেশাই করে থাকি। তাই শরীর সুস্থ করে, নতুন জীবন শুরু করে, সংসার শুরু করতে কোনও বাধা নেই। আপনার কোষ সুরক্ষিত থাকবে। শুধু দরকার আরও একটু বিজ্ঞানমনস্কতা, কুসংস্কারহীনতা, সঠিক যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ।

উপোস করা কেন মানা

ডাঃ আশিস বৈদ্য

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই উপোস করার দিনের অভাব নেই। পূর্ণিমা, অমাবস্যা তো আছেই। এছাড়া সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবারও অনেকে মুখে খাবার তোলেন না। এই দিনগুলিতে খাবার না খেলেও জল খেতে বাধা নেই। তবে নির্জলা উপবাসের দিনও কম নেই। তবে নির্জলা উপবাসের নিয়ম অনেক সম্প্রদায়েই চালু আছে। জাতিভেদে বদলে যায় উপোস করার প্রক্রিয়া। একমাস ধরে দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় (প্রায় বারো ঘণ্টা) উপবাসে কাটান বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ। এ তো গেল ধর্মীয় বিশ্বাস, শাস্ত্রের কথা। অনেকের আবার ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপোস করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত বেশিরভাগ লোক ডায়েট লিস্ট থেকে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বাদ দিয়ে দেন। রাতে প্রচণ্ড খিদে পায়। সেসময় একসঙ্গে প্রচুর খাবার খেয়ে নেন। রাতে এমনিতেই শরীরের মেটাবলিজম প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়ে। তাই মানুষটি যা খান, প্রায় সবটাই শরীরে ফ্যাট হিসেবে জমা হয়। খাবার বাদ দিয়ে রোগা হওয়ার বদলে মেদসঞ্চয় হতে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা যায় অফিস কর্মীদের মধ্যে। অনেকেই সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়ে যান কাজে। আবার ওয়ার্ক প্রেসারে প্রায় সারাদিন কিছুই মুখে দেন না। অনেকে সেলস বিভাগে কাজ করেন। বেশিরভাগ কর্মীকেই ঘুরে বেড়াতে হয় নানা দরকারে। সারাদিন পরে কাজের শেষে, বিকেলে তারা রাস্তায় জাংকফুড খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করেন। এদের সারাদিনে জল খাওয়ার প্রবণতাও কম। এতে ওজন বাড়ার সঙ্গে গ্যাসট্রো এন্টেরোলজিকাল সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। প্রতিবাদ আন্দোলন, রাজনৈতিক সভাতেও অনেকে আমরণ অনশন করেন।

উপোস নাকি ভালো? চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা টানা উপবাস করা কোনও সমস্যা নয়। বরং স্বাস্থ্যকর। ফাস্টিং করার সুবিধাও আছে। উপোস করলে বেসাল মেটাবলিক রেট কমে যায়। মনে রাখবেন, আমাদের শরীরে প্রতিদিন একটু একটু করে খাদ্যের সঙ্গে ও অন্যান্য পদ্ধতিতে টক্সিন বা অধিবিষ বের করার জন্য মাত্র দুটি অঙ্গ, লিভার এবং কিডনি কাজ করে। কিছু ঘণ্টার জন্য খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখলে লিভার ও কিডনি বেশ খানিকটা সময় পায় শরীরের নিজস্ব অধিবিষ বাইরে নিগর্মণ করার। শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা বাড়ে বলে।

উপোস নাকি ভালো?

উপোস করার আগে জানতে হবে, প্রকৃত ডায়েট কী। সাধারণভাবে প্রতিদিন সকালে ভারী ব্রেকফাস্ট, দুপুরে হালকা খাবার ও রাতে খুব কম খাবার খাওয়া। তবে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝে এবং লাঞ্চ ও ডিনারের মধ্যবর্তী সময়ে হালকা করে একটু খাবার খেলে তবেই দিনের প্রকৃত ডায়েট মেনে চলা যায়।

খাবারে থাকতে হবে সঠিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট। খেতে হবে ফাইবার যুক্ত খাবার। থাকা উচিত প্রচুর শাক-সব্জি। যারা রোজ এই ডায়েট ফালো করেছেন একমাত্র তারাই সর্বাধিক তিনমাসে ২০ থেকে ৩৬ ঘণ্টা উপোস করতে পারেন। তবে নির্জলা একেবারেই নয়। মাঝে মাঝেই নুন, চিনি মেশানো জল জল খেতে হবে। এতে শরীরের সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্য ঠিক থাকে। অনেকের গ্যাস, অম্বলের সমস্যা থাকে। তা সত্ত্বেও ব্রেকফাস্ট না করে দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে থাকেন। এইরকম করলে গলব্লাডারে স্টোন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মহিলাদের এইজন্য বেশি গলব্লাডার স্টোন হওয়ার প্রবণতা থাকে। আবার ওজন কমাতে হলে চিকিৎসকরা সাধারণত পরামর্শ দেন একদিন অন্তর লাঞ্চ বাদ দিতে। অর্থাৎ যেদিন লাঞ্চ করবেন তার পরের দিন ওই সময়ে একটা ফল খান। পরের দিন লাঞ্চ করুন। তার পরের দিন আবার ওই সময়ে ফল খান। তবে কোনওভাবেই ব্রেকফাস্ট বাদ দেবেন না। এতে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়। যারা অফিসের কাজে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন তাদেরও চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন অন্তত ব্রেকফাস্টের জন্য কিছুটা টাইম বরাদ্দ করতে। আর বাইরে বেরলে ব্যাগে রাখুন জলের বোতল আর ডাইজেস্টিভ বিস্কুট। সারাদিন অল্প অল্প করে জল খান।

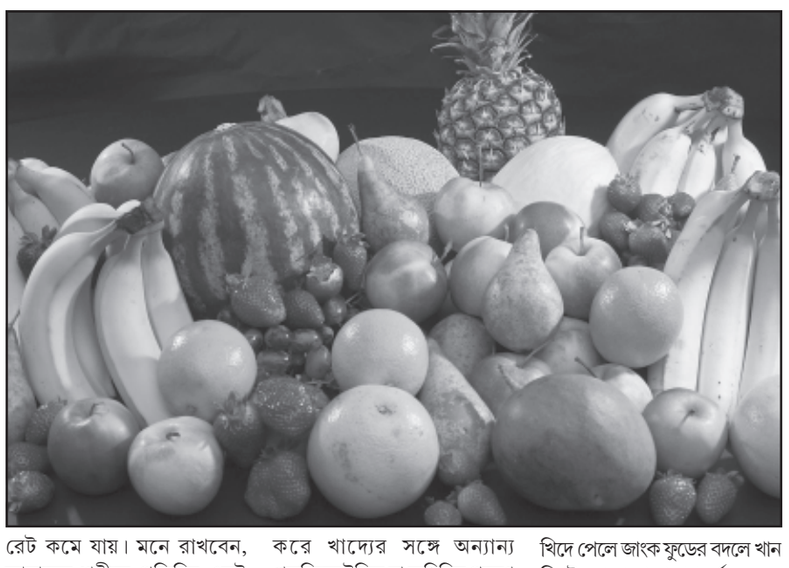

উপোস করার আগে জানতে হবে, প্রকৃত ডায়েট কী। সাধারণভাবে প্রতিদিন সকালে ভারী ব্রেকফাস্ট, দুপুরে হালকা খাবার ও রাতে খুব কম খাবার খাওয়া। তবে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মধ্যে এবং লাঞ্চ ও ডিনারের মধ্যবর্তী সময়ে হালকা করে একটু খাবার খেলে তবেই দিনের প্রকৃত ডায়েট মেনে চলা যায়। খাবারে থাকতে হবে সঠিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট। খেতে হবে ফাইবার যুক্ত খাবার। থাকা উচিত প্রচুর শাক-সব্জি। যারা রোজ এই ডায়েট ফালো করেছেন একমাত্র তারাই সর্বাধিক তিনমাসে ২০ থেকে ৩৬ ঘণ্টা উপোস করতে পারেন। তবে নির্জলা একেবারেই নয়। মাঝে মাঝেই নুন, চিনি মেশানো জল জল খেতে হবে। এতে শরীরের সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

খিদে পেলে জাংক ফুডের বদলে খান বিস্কুট। মাঝে মাঝে পপকর্নও খেতে পারেন।

যারা প্রতিবাদ আন্দোলন, রাজনৈতিক নানা উদ্দেশ্যে অনশন করছেন, তাদের কখনই টানা ৩৬ ঘণ্টার পর উপোস করা উচিত নয়। কেননা এই সময়ের পরেই মাথা ঘোরা, ব্লাড প্রেশার কমা, মথা যন্ত্রণা, পেশিতে টান ধরার লক্ষণগুলি শুরু হয়। চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা কমে যায়। এইরকম হচ্ছে মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাবের জল, নুন জল খান। একঘণ্টা পরে কমপ্লেক্স খাবার খান। ৩৬ ঘণ্টার বেশি অভুক্ত থাকা মানে শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ঘাটতি হতে শুরু করা। টানা ৭২ ঘণ্টা ফাস্টিং চললে চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সোডিয়াম পটাশিয়াম কমে গেলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডায়াবেটিকরা ঝুঁকি নেবেন না

ডায়াবেটিকদে টানা উপবাসে হাইপোগ্লাসেমিয়া হতে পারে। এই অবস্থায় সাধারণত রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। ১০০ মিলিলিটার রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা ৭০ মিলিগ্রাম। হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় রক্তে গ্লুকোজ এরও নীচে নেমে যায়। রোগীর ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হয়? অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন এবং গ্লুকাজন নামে হরমোন। শরীরের বিভিন্ন কোষের কাজ চালাবার জন্য গ্লুকোজের দরকার পড়ে। ইনসুলিন কোষগুলিকে রক্ত থেকে গ্লুকোজ শোষণ করতে সাহায্য করে। অপরদিকে গ্লুকাগন লিভারে জমে থাকা গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে। সেই গ্লুকোজে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে। সেই গ্লুকোজ রক্তে মিশে যায়।

শুক্রবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ ও বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

পরিকাঠামোর অভাব সত্ত্বেও অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা নিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভ সেন্ট অগাস্টিন'স স্কুলে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। মর্নিং সেকশন শেষ হতে না হতেই এসে পরে ডে সেকশনের ছাত্ররা। এই ঢোকা ও বেরনো একই সময়ে হওয়ার প্রতিদিন গেটের সামনে শুরু হয় ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। ফলে অনেক ছাত্রই আহত হয়। পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এই চিত্র এজেসি বোস রোডের রিপন স্ট্রিটে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর ঠিক উল্টোদিকে সেন্ট অগাস্টিন'স ডে স্কুলের। এবিষয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে শুক্রবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন অভিভাবক-অভিভাবিকারা।

অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে নোনাপুকুর সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। অভিভাবকদের প্রথম অভিযোগ, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও মর্নিং ও ডে সেকশনে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান গেট ছোটো হওয়ায় স্কুল শুরু ও ছুটির সময়ে অনেক শিশু একসঙ্গে ঢোকে, বেরোয়। এরফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কোনও শিশু পড়ে গিয়ে পদপৃষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। সেই ভয়েই স্কুল গেটে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।

অভিভাবকদের দ্বিতীয় অভিযোগ, স্কুলের নজরদারি নিয়ে। ছুটির সময় যে কেউ ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেউ কোনও খেয়াল রাখেনা স্কুল কর্তৃপক্ষ। অচেনা যে কেউ বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন। এতে যে কোনও দিন শিশুদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আতঙ্কে রয়েছেন বাবা-মায়েরা। এক অভিভাবক অভিযোগের সুরে বলেন, "কোনও নিরাপত্তা নেই। বাইরের যে কেউ এসে সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে পারে। ভয়ে আছি। আমরা এর আগে অনেক বার কর্তৃপক্ষকে বলেছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেননি। বাধ্য হয়েই আমাদের বিক্ষোভ করতে হয়েছে।" অপর এক অভিভাবকের অভিযোগ, "মর্নিং স্কুল ছুটির সময় ডে সেকশন ঢুকছে। ফলে বেরনোর সময় ধাক্কা-ধাক্কি, ঠেলাঠেলি হচ্ছে। যে কোনও সময় পদপৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।"

পাশাপাশি স্কুলে কোনও নিয়মকানুন নেই, নজরদারি নেই। প্রত্যেকদিন স্কুলে ঢোকার সময় ধাক্কা-ধাক্কি হচ্ছে। বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। তারপর যখন তখন অপ্রয়োজনীয় বই সিলেবাসে ঢুকিয়ে তা কিনতে বাধ্য করাচ্ছেউ স্কুলের বাইরে পার্কিংও নেই। ফলে বাচ্চাদের হাঁটিয়ে অনেকটা নিয়ে যেতে হচ্ছে। এতেও দুর্ঘটনা বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে বলেও অভিযোগ তোলেন অভিভাবক-অভিভাবিকারা।

বিক্ষোভের পর স্কুলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি স্মারকলিপি গ্রহণ করে তাঁদের কথা শোনেন। তিনি স্বীকার করেন, এই স্কুলে ঢোকা-বেরনো নিয়ে একটা সমস্যা আছে। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে। দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে কর্তৃপক্ষ আশ্বাসে এখনও নিশ্চিত হতে পারছেন না তাঁরা।

মধ্যবিত্তদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব এবার পৈলানের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যবিত্ত কিন্তু মনে ভরপুর স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উ তাঁদের জন্য এবার পৈলান গ্রুপ নিয়ে এল এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন ডিজাইন-আইইডি'উ শুক্রবার পৈলান পার্ক হাউজিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সে কথা জানালেন পৈলান গ্রুপের ডিরেক্টর অয়নাংশু সরকার।

পশিমবঙ্গে এই প্রথমবার পৈলান গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন মধ্যবিত্তদের কথা ভেবে অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ে এল বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনউসাধারনত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং-র কোর্স করতে ৪ লাখ টাকা লাগে।

তবে,পৈলান গ্রুপের 'আইইডি' কর্মসূচির মাধ্যমে ১ লাখ কুড়ি হাজার টাকাতেই পড়া যাবে ইঞ্জিনিয়ারিংউ পাশাপাশি, 'আইইডি'-র ফি ছাড়া আর কোনোও ফি লাগবেনাউমধ্যবিত্তদের কথা ভেবে হোস্টেলের বাসস্থান চার্জ, প্রতিযোগিতামূলক প্রকৌশল, চিকিৎসা ও সরকারি পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বিনামূল্যে দেবে পৈলানউ তাছাড়াও যেকোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে পৈলান।

এই প্রসঙ্গে পৈলান গ্রুপের ডিরেক্টর অয়নাংশু সরকার বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে পৈলানের এই উন্নত কর্মসূচি 'আইইডি'-র মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র উন্নতমানের পেশাদারদের তৈরি করতে সক্ষম হব শুধু তাই না উ আর্থিক দিক থেকে সক্ষম নয় সেসব পিতামাতাদের দেলেমেয়েদের জন্যও সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করতে পারবো আমরা।

ফের অস্বস্তিতে নীরব মোদী লন্ডনের আদালতে নাকচ জামিনের আর্জি

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার ভারতীয় হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল লন্ডনের আদালতে। পিএনবি ঋণখেলাপি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত নীরব মোদীর শুনানি চলছে লন্ডনের আদালতে। এদিন তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে আগামী ২৪ মে পরবর্তী শুনানির দিন ঘোষণা করেছে লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

নীরব মোদীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। আগামী ২৪ মে মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ স্থির করেছে আদালত। এদিন মামলার শুনানির সময় নীরবের আইনজীবী আদালতে জানান, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ব্রিটেনে বসবাস করছেন নীরব। তিনি আত্মগোপনের চেষ্টা করেননি। প্রসঙ্গত, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে ১৩০০০ কোটি টাকার ঋণ খেলাপ করার অভিযোগে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে লুকোচুরি খেলার পর অবশেষে লন্ডনের রাস্তায় তাঁকে দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছিল ব্রিটিনের সংবাদপত্র ""দ্য টেলিগ্রাফ"""। এর পরই পিএনবি ব্যাংক জালিয়াতিতে মামলায় অভিযুক্ত পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে লন্ডনে গ্রেফতার করা হয়। ১৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকার ঋণ খেলাপিতে অভিযুক্ত হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী দীর্ঘদিন ধরেই ফেরার। এর আগে মার্চ মাসে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল লন্ডনের আদালত। এদিন ফের তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

এক্সাইড মোড়ের কাছে বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, সাত সকালে আতঙ্ক

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): তিলোত্তমায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থামার কোনও সম্ভাবনাই নেইউ ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মহানগরীতেউ শুক্রবার সকাল ন'টা নাগাদ এক্সাইড মোড়ের কাছে একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগেউ বহুতলের চার-তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়উ মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চার-তলার বাকি অংশেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিনউ আপাতত আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরাউ তবে, মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে অসুবিধা হচ্ছে দমকল কর্মীদেরউ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেইউ কী কারণে আগুন লেগেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নিউ তবে, প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল এক্সাইড মোড়উ ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ন'টা হবে, এক্সাইড মোড়ের কাছে অবস্থিত একটি বহুতলের চার-তলায় ভয়াবহ আগুন লাগেউ স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে চার-তলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেনউ মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন এলাকায়উ সেই সময় ওই বহুতলের বিভিন্ন অফিস গুলিতে বেশ কয়েকজন কর্মী উপস্থিত ছিলেনউ আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত তাঁরা নীচে নেমে আসেনউ আগুন-আতঙ্কে বাড়ি খালি করে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন স্থানীয় মানুষজনউ এমতাবস্থায় খবর দেওয়া হয় দমকলেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিনউ চার-তলায় আগুন নেভাতে ল্যাডার আনা হয়েছেউ তবে, মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে অসুবিধা হচ্ছে দমকল কর্মীদেরউ দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নিউ পাশের একটি বহুতল থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছেউ আগুন যাতে বহুতলের অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরাউ তাঁদের সঙ্গে কাজ করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও।

প্রধানমন্ত্রীর বায়োপিক মুক্তিতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক ''পি-এম নরেন্দ্র মোদী''র মুক্তি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার এই কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। তারফলে ২০১৯-লোকসভা নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বায়োপিক মুক্তি পাবে না। শুক্রবার, প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেয়। বেঞ্চ জানিয়েছে, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত।

প্রসঙ্গত, ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক "পি-এম নরেন্দ্র মোদী"-র মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। বিজেপি নির্বাচনের আগে এই সিনেমা প্রদর্শনের আশা রেখেছিল। কিন্তু কংগ্রেস এই নিয়ে সুপ্রিকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কংগ্রেস দাবি করে যে, ভোটের আগে এই সিনেমা মুক্তি পেলে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। ভোটাররা তার ফলে প্রভাবিত হবে। সুপ্রিমকোর্ট তখন জানিয়েছিল এই নিয়ে এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। ১০ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ছবিটির প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কমিশন জানিয়েছিল, ১৯ মে পর্যন্ত অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছবিটি কোনও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের সময় ছবিটি মুক্তি পেলে রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট হবে বলেও জানায় নির্বাচন কমিশন।

বিতর্ক সরিয়ে সিনেমা হলে কৌশিকের "জ্যেষ্ঠপুত্র'

কলকাতা,২৬ এপ্রিল(হি.স.) : প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের চিত্রনাট্যের খসড়া নিয়েই শুরু হয় পরিচালক কৌশিকের 'জ্যেষ্ঠপুত্র' ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজ।আজ শুক্রবার মুক্তি পেল পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি ''জ্যেষ্ঠপুত্র' ।জ্যেষ্ঠপুত্র' ছবির টিজার মুক্তি পাওয়ার কিছু আগে থেকেই এই ছবি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় । বিতর্ক শুরু হয় পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্তা ও কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে । তবে, এই মুহূর্তে বিতর্ক সরিয়ে রেখে দর্শকদের সামনে এল ''জ্যেষ্ঠপুত্র' ।

''জ্যেষ্ঠপুত্র'' ছবির অনুপ্রেরণা মূলত 'অন্য নায়ক'। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। কিন্তু ছবি বানানোর আগেই প্রয়াত হন তিনি। তাই ঋতুপর্ণর চিত্রনাট্যের খসড়া নিয়েই শুরু হয় 'জ্যেষ্ঠপুত্র' ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজ।পরিচালক কৌশিকের ''জ্যেষ্ঠপুত্র' ছবির গল্প মূলত দুই ভাইয়ের এক সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প কেন্দ্রিক । ''জ্যেষ্ঠপুত্র''একজন সেলেব্রিটি। কনিষ্ঠজন সাধারণ মানুষ। ''জ্যেষ্ঠপুত্র''-র চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে গার্গী রায়চৌধুরি ও সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে।

এদিন পরিচালক কৌশিক জানায়, 'খুব তাড়াতাড়িই শহর মুড়ে যাবে প্রিয় ঋতু দার ছবিতে। এ গল্পের ভাবনা মূলত ঋতুদারই। পরে বুম্বাদাকে বলেছিলাম। বুম্বাদাকেই ঋতুদা ভেবেছিল। ফলে সবটা জানত ও।আর একটি প্রেমের গল্প' তৈরির সময় ঋতুদা ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িতে প্রতিদিন যেতেন। কাজ থাকলেও, কাজ না থাকলেও। সিনেমা এবং আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা মুখ্য ছিল তখন। সে সময়ই একটি ভাবনার কথা ঋতুদা বলেছিলেন আমাকে।তাই, ঋতুপর্ণ ঘোষের চিত্রনাট্যের খসড়া নিয়েই শুরু করলাম "জ্যেষ্ঠপুত্র'-র কাজ উ আর আজ অবশেষে মুক্তি পেল ''জ্যেষ্ঠপুত্র''।

ভোট দানে উৎসাহ দিতে ভোট বন্ধন কর্মসূচী জেলা প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটারদের ভোট দানে উৎসাহ যোগাতে ভোট বন্ধন উৎসব পালনের অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন।রাখী বন্ধনের আদলে ভোট বন্ধন স্টিকার সকলের হাতে পরিয়ে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া পুর এলাকার পাটপুরে ভোট বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন জেলাশাসক ড :উমাশঙ্কর এস।এদিন নবীন প্রজন্ম থেকে প্রবীন এমনকি কচি কাচাদের হাতে ধ্রু'সবাই মোরা ভাই ভাই /নিশ্চিন্তে ভোট তাইধ্রু' লেখা স্টিকার পরিয়ে দেওয়া হয়।স্টিকারে টোল ফ্রি নাম্বার ১৯৫০--লিখে দেওয়া আছে।ভোটের দিন যদি কেউ ভোটারদের বাধা বা ভয় দেখায় তাহলে ওই টোল ফ্রি নাম্বারে যোগাযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলা শাসক জানান।তিনি বলেন গত সাধারন নির্বাচনে সারা জেলায় ভোট পড়েছিল ৮৭ শতাংশ কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল পাটপুর।এই এলাকায় ভোট পড়েছিল মাত্র ৫৭ শতাংশ।সেই জন্য ভোটার দের উৎসাহ দিতে পাটপুরে উৎসবের সূচনা হোল। ভোটারদের ভোট দানে উৎসাহ যোগাতে এবং নির্ভয়ে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য জেলার ১২ টি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ প্রচার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় প্রশাসনের কর্তারা হাজির হয়ে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে হাজির হওয়ার আবেদন জানানো হয়।পাশাপাশি কোনও প্রকার ভীতি প্রদর্শন, হুমকি এলে জেলা প্রশাসনের বিশেষ ফোন নম্বরে ফোন করার আবেদন জানানো হয়।হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনের এভিযোগ এলেই জেলা প্রশাসনের বিশেষ টীম ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।লিফলেট বিলি, লোক গান, ছৌনাচ প্রভৃতির মাধ্যমে ভোট দিতে যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।জেলার ১২ টি বিধানসভা ক্ষেত্রে সুসজ্জিত গাড়ির মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে।

দিদি মোদীকে কুর্তা মিষ্টি পাঠান আমাকে কেন পাঠান না: রাজ বব্বর

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): নিজেদের স্বার্থে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ তৈরি করছে উ শুক্রবার বিরোধী দলের প্রতি এমনই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা রাজ বব্বরউ

এদিন কলকাতায় দলের রাজ্য দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ বব্বর জানান, "রাজ্যে কোন দল বড় এই প্রমান করতেই কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল লড়াই করছে। দুই সরকারই রাজনীতির স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। কৃষক, শ্রমিক, বেকারদের কথা না ভেবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই দুই শাসকদলের শীর্ষনেতৃত্ব ব্যস্ত"। গতকাল এক সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তাঁকে কুর্তা ও মিষ্টি পাঠানউ এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাজ বব্বর বলেন, "উনি আমাকে তো কোনদিন মিষ্টি, কুর্তা পাঠাননি। মুখ্যমন্ত্রী সারা দেশে শুধু একজন মানুষকেই উপহার পাঠান"।

বাংলায় বিজেপির প্রভাব বিস্তারের জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে তিনি মন্তব্য করেন, তৃণমূল প্রকৃত বিজেপি বিরোধী কিনা তার মূল্যায়ন দল আগামী দিনে করবে। উত্তর প্রদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমান আসন জয় কংগ্রেসকে নতুন সরকার গড়তে সাহায্য করবে বলেও এদিন দাবি করেন রাজ বব্বর। পাশাপাশি যে সকল গরিব মানুষ চিকিতা করাতে পারছে না, প্রাইভেট কিংবা সরকারী হাসপাতালে কংগ্রেস তাঁদের চিকিতার সমস্ত খরচ দেবে বলে এদিন আশ্বাস দেন এই কংগ্রেস নেতা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি কায়দা করে নিজেদের চার অব্যাহত রাখতে চাইছেন। তাঁর আরও অভিযোগ মোদী সরকারের আমলে ৫০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে।

রবিবার হাওড়া-রামপুরহাট শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে বৌদ্যুতিক কাজের জন্য রবিবার ২৮ এপ্রিল হাওড়া-রামপুরহাট শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। শুক্রবার পূর্ব রেল সত্রে জানা গেছে, ভেদিয়া ও বোলপুরের মধ্যে একটি ব্রিজের মেরামতির জন্য ৬৮০ মিনিট বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্টেশনগুলি পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের অন্তর্গত।জানা গেছে, ২৮ এপ্রিল রাত ২ টো থেকে বেলা ১ টা ২০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে। ফলে ২৮ তারিখ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সেগুলি হল, ৫৩০৬৩/ ৫৩০৬৪ বর্ধমান তিনপাহাড় বর্ধমান প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫১৮ বর্ধমান রামপুরহাট মেমু লোকাল, ৬৩১৪২ রামপুরহাট শিয়ালদা মেমু লোকাল ও ১৩০১৪ রামপুরহাট বর্ধমান এক্সপ্রেস।

এছাড়াও ১৩১৭৩ আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটির যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হবে। এই ট্রেনটি ২৮ এপ্রিল শিয়ালদা থেকে ছাড়ার কথা। ট্রেনটি নতুন রুটে নৈহাটি-বান্ডেল-কাটোয়া-আহমেদপুর-রামপুরহাট হয়ে যাবে। কাটোয়া ও আহমেদপুরে থামবে। ১৩০১৭ আপ গণদেবতা এক্সপ্রেস খানা ও আহমেদপুর হয়ে যাবে। এছাড়া আরও কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে।

রেললাইনে ফাটল অন্ধ্রপ্রদেশে বড়সড় দুর্ঘটনা রক্ষা পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসের

কৃষ্ণা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৬ এপ্রিল (হি.স.): রেল কর্মীর তৎরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা রক্ষা পেল ১৭৪৭৯ পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসউ শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার ভৈরবপটনম গ্রামের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান কিম্যানউ সেই সময় রেললাইনের উপর থেকে যাচ্ছিল ১৭৪৭৯ পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসউ ততণাতপুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসের চালককে সতর্ক করে দেন ওই রেলকর্মীউ এরপর ট্রেন থামিয়ে দেন এক্সপ্রেস ট্রেনের চালকউ প্রাথমিকভাবে রেললাইন মেরামতের পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ১৭৪৭৯ পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসউরেল সূত্রের খবর, শুক্রবার কৃষ্ণা জেলার ভৈরবপটনম গ্রামের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান একজন কিম্যানউ সেই সময় রেললাইনের উপর থেকেই যাচ্ছিল ১৭৪৭৯ পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসউ ততণাতপুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসের ছয়ের পাতায়

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর হাত মুচড়ে দিল উবের চালক

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : এক মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর হাত মুচড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল উবের চালকের বিরুদ্ধে উ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ কলকাতার ডোভার লেনে। এদিন এই ঘটনায় ওই উবের চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ ।

এদিন দক্ষিণ কলকাতা থেকে বুক করা হয়েছিল ওই উবেরটিকে উ সেখানে মা, বাবার সঙ্গেই ক্যাবে উঠেছিল ছয় বছরের ওই মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুটি উ হঠাতই এসিতে হাত দেয় ওই শিশুটি উ এই অপরাধেই এদিন শিশুটিকে মারধর করে ওই উবের চালক, এমনকি তার হাত মুচড়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে উ এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হয় তার মা বাবাকেও উএরপরেই ওই উবের চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় গড়িয়াহাট থানায় উ সেখানেই ওই গাড়ির নাম্বার সহ নাম নথিভুক্ত করা হয় উ এর পরেই গ্রেফতার হয় ওই উবের চালক উ ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গড়িয়াহাট থানায় পুলিশ।

লোকসভা নির্বাচনে আইএনপিটির দলের অবস্থান নিয়ে শুক্রবার দলীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অবসর নেয়ার পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে কে আসবেন দলই সিদ্ধান্ত নেবে ঃ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৬ এপ্রিল।। আওয়ামীলীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অবসর নেয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কে আসবেন এটা দলই সিদ্ধান্ত নেবে। এখানে আমি কাউকে নির্ধারণ করে দিতে পারি না। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের জনগণ এবং দলই ঠিক করবে কে হবেন তাদের পরবর্তী নেতা।

ব্রুনেই সফর নিয়ে শুক্রবার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ একটি রাজনীতিক দল, জনমানুষের দল। দলের একটি গঠনতন্ত্র রয়েছে, সে অনুযায়ী-ই দল পরিচালিত হয় ।আগে প্রতিবছরই সম্মেলন হতো। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয় না কারণ খরচাপাতিসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। জাতীয় সম্মেলনের আগে দেশজুড়ে তৃণমূলে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সম্মেলন হবে। এরই মধ্যে আটটি টিম করে দিয়েছি- তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকেও ডিজিটালাইজড করতে কাজ করছি। এরই মধ্যে টিমও তৈরি করে দিয়েছি। দলের সবই ডিজিটাইলজড করে দেয়া হচ্ছে। এই কাজটি হলে সবই একজাগায় বসে এক ক্লিকেই জানা সম্ভব হবে।

রাজনীতি থেকে অবসর নেয়া প্রসঙ্গে চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অবসর তো নিতেই হবে। এরপরে দলের নেতৃত্বে কে আসবে কিংবা নেতা কে হবেন-সেটা বেছে নেবে দেশের জনগণ এবং আওয়ামী লীগ।

দেশের উন্নয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, ক্ষমতায় এলে যে দেশের উন্নয়ন করা যায় সেটি আওয়ামী লীগ করে দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছি। এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশ বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নেয়।

সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা বৈশ্বিক সমস্যা। অনেক উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এর সঙ্গে অনেক শিক্ষিত ছেলেরা জড়িত। এর বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমরা (বাংলাদেশ) শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আছি। এটাই যেনো বজায় থাকে। সেজন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে ।বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারের কোনো চাপ নেই বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ব্রুনেই সফর নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সিনিয়র সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নেইমার

সাতের পাতার পর।। জাতীয় দলে ও ক্লাবে দারুণ সব ফুটবলারদের সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন নেইমার। বর্তমান ক্লাব পিএসজিতে রয়েছে এদিনসন কাভানি, কিলিয়ান এমবাপে, আনহেল দি মারিয়া, মার্কো ভেরাত্তি, জানলুইজি বুফফনের মতো খেলোয়াড়। সাবেক ক্লাব বার্সেলোনাতে খেলেছেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস, জেরার্দ পিকে ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার সঙ্গে। জাতীয় দলে পাশে পাচ্ছেন রবের্তো ফিরমিনো, ফিলিপে কৌতিনিয়ো, চিয়াগো সিলভা, মার্কিনিয়োসদের।

ফক্স স্পোর্টস ব্রাজিলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেইমার চেলসি তারকা আজারকে সতীর্থ হিসেবে পেতে আগ্রহের কথা জানান।

"আমি আজারের সঙ্গে খেলতে চাই। তার খেলার ধরন আমার মতো। এক সঙ্গে আমরা খুব ধ্বংসাত্মক হতে পারতাম।"

লিগ ওয়ানে চলতি মৌসুমে ১৪ ম্যাচে ১৩টি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের ৬টি গোলে অবদান রেখেছেন নেইমার। জানুয়ারিতে পায়ের চোটে ছিটকে যাওয়ার পর গত রোববার লিগ ওয়ানে মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরেছেন ২৭ বছর বয়সী এই তারকা।

সুয়ারেস

সাতের পাতার পর।। প্রকাশ করেছেন লুইস সুয়ারেস। তবে সেজন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ চারের মুখোমুখি লড়াইয়ে সাবেক ক্লাবকে কোনোরকম ছাড় দিতে রাজি নন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড।

আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার মাঠে খেলবে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে ফিরতি পর্ব হবে ৭ মে।

লিভারপুল থেকে ২০১৪ সালে বার্সেলোনায় নাম লেখানোর পর দ্রুত কাম্প নউয়ে মানিয়ে নেন সুয়ারেস। হয়ে ওঠেন আক্রমণভাগে অপরিহার্য। ইংল্যান্ড ছাড়ার পাঁচ বছর পর এই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অল রেডদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লিভারপুলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন সুয়ারেস।

"লিভারপুল আমাকে যা দিয়েছে সেজন্য আমি তাদের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ তা নিয়ে এই ম্যাচের আগে কথা বলতে পারাটা আনন্দের। কিন্তু আপনারা আমাকে জানেন। আমি মাঠে নামলে বন্ধুত্ব, (সাবেক) সতীর্থ বা সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে কোনো ভাবনা আমার মধ্যে কাজ করে না।"

বার্সেলোনাকে জেতানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে জানান উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার। এমনকি সাবেক সতীর্থদের বিপক্ষে গোল পেলে উদযাপন করবেন বলেও জানিয়েছেন লিভারপুলের হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ১১০ ম্যাচে ৬৯ গোল করা সুয়ারেস।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জল-সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ অখিলেশের

ঝাঁসি, ২৬ এপ্রিল(হি.স.) : ''তৃষ্ণার্থ'' বুন্দেলখণ্ডের উন্নয়ন প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একহাত দেন। শুক্রবার বুন্দেলখন্ডে নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন যাদব ।অখিলেশ যাদব বলেন, কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে একটা গল্প বলে যান। তিনি বলেন, গুজরাটের কচ্ছ উপকূলে জল-সমস্যা তৈরি হয়, কেন্দ্রের উদ্যোগে সেই সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার ফলে সেখানকার মানুষের জীবন বদলে যায়। কিন্তু বাস্তবে তিনি ''তৃষ্ণার্থ'' বুন্দেলখণ্ডের জল সমস্যার জন্য কিছুই করেননি ।সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব আরও বলেন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত প্রতিশ্রুতি আপনারা ভুলে গেছেন। আমি ঝাঁসি এবং তার পার্শবর্তী মানুষদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, গত পাঁচ বছরে কি আপনাদের জীবনে কোনও পরিবর্তন হয়েছে?স্থানীয় সংসদ উমা ভারতী সম্পর্কে বলেন, জল সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল গঙ্গা পরিষ্কার করার, গঙ্গা পরিষ্কার হয়নি, এবং বুন্দেলখণ্ডের জল সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। এখন তাঁর ঝাঁসির মানুষের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই ।উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। ফলাফল প্রকাশিত হবে ২৩ মে।

শপথ নিয়েছেন বিএপির সাংসদ জাহিদুর ঃ মির্জা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন যে একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য হতে শপথ নেওয়ার জন্য দলের নেতা জাহিদুর রহমানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলো সরকার ।দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ঠাকুরগাঁও-৩ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির প্রার্থী জাহিদুর রহমানের শপথ নেওয়ার একদিন পর মির্জা ফখরুল এই অভিযোগ করেন।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

বলেন। তিনি এঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত পূর্নেন্দু আইচের শাস্তি দাবী করেন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্ত পরীক্ষিত সিনহাকে গ্রেপ্তার করেছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক সব অভিযোগ স্বীকার করেছে।

জামাইয়ের

● প্রথম পাতার পর

ফিরেও এসেছিল। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে ছিল বড় ভাই কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পায় তার বড় ভাই ফাঁসিতে ঝুলানো অবস্থায়। কি কারনে ভাই ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল তার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ছোট ভাই। কারণ ভাই ও ভাইয়ের বউ এর মধ্যে কোন দিন কোন বাক-বিতণ্ডা হয়নি। পরিমল বাগদির ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা গোটা ক্ষুদিরাম কলোনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রবিশঙ্কর প্রসাদ

আটের পাতার পর

প্রসঙ্গত, এই কেন্দ্র থেকেই পরপর দু-বার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তৎকালীন বিজেপি নেতা ও সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। এবারে দলবদল করে কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন তিনি। আগামী চার দফাতেই ভোট হতে চলেছে বিহারে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা আগামী ২৩ মে।

জাতিসংঘের আহবান

আটের পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই স্থানীয়দের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করা হবে। আইওএম-এর মহাপরিচালক অ্যান্তোনিও ভিতোরিনো বলেন, রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয়দের সমস্যা বেড়েছে, এটা বুঝতে পেরেছি। এই সমস্যার সমাধান হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে। তাই জাতিসংঘ চেষ্টা করছে দ্রুত রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন শুরু করার।

ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর নিয়ে অ্যান্তোনিও ভিতোরিনো বলেন, রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের উপর নির্ভর করে। তবে বর্ষা মৌসুমসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই দ্বীপটা বাসযোগ্য করে তোলা প্রয়োজন।

এক্সপ্রেসের

পাচের পাতার পর

চালককে সতর্ক করে দেন ওই রেলকর্মীঊ এরপর ট্রেন থামিয়ে দেন এক্সপ্রেস ট্রেনের চালকঊ প্রাথমিকভাবে রেললাইন মেরামতের পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ১৭৪৭৯ পুরী-তিরুপতি এক্সপ্রেসঊ ওই কিংম্যানের ভূয়শী প্রশংসা করে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিংম্যানের ততরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছেঊ

ফিরলেন গৃহবধূ

তিনের পাতার পর

নিচে কামড়ে ধরে। চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে গৌরী খালুয়া। বুদ্ধি করে হাতের জালটি কুমিরের মুখের উপরে ফেলে দেয়। কিন্তু জালের দড়িটা গৃহবধূর হাতে থাকায় জাল টি নিয়ে কমিটি পালাতে অক্ষম হয়। তখন কুমিরটি বেগতিক বুঝে গৃহবধূর পায়ের নিচে কাঁমড় দেয়। গৃহবধূ পাশে থাকা একটি গাছের শিকড় ধরে নেয়, চলতে থাকে মৎস্যজীবী মহিলা এবং কুমিরের লড়াই। গৃহবধূর চি তার শুনে আশেপাশে থাকা মৎস্যজীবীরা দৌড়ে আসে। লাঠি হাতে জলের মধ্যে মারতে থাকেন তারা। গৃহবধূর বুদ্ধি করে হাতে দরি খুলে দেন। ততক্ষণে ওই মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে জালসহ পালিয়ে যায় কুমির টি।

স্থানীয়রা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে ক্ষতস্থানে গামছা জড়িয়ে বাড়িতে আনেন। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে তাকে স্থানীয় মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থা খারাপ হওয়ায় ওই গৃহবধূকে কলকাতায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত করা হয়।

চতুর্থ দফায় আরও ২৫৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে আসছে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ৯৮ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে চতুর্থ দফার নির্বাচন। কিন্ত, শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিল চতুর্থ দফার বুথে ১০০ শতাংশ বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ২৫৭ এপিল ভোটের নিরাপত্তার জন্য আরও ২৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হচ্ছে। ৮ টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের জন্য ৫৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক আগেই জানিয়েছিলেন, আসানসোল ও বীরভূমেও নির্বাচনে সব বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অর্থাৎ রাজ্য পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হবে না কোনও বুথেরই।

আগামী সোমবার, ২৯ এপ্রিল চতুর্থ দফার ভোট। এই দফায় রাজ্যের আটটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। গুরুত্বপূর্ণ এই দফায় নির্বাচন হবে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর এবং বীরভূম কেন্দ্রে।

বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী অপূর্ব সরকার ওরফে ডেভিড। একসময় তিনি বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর ডান হাত ছিলেন। এখন সেখানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছে তৃণমূল। এখানে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্য। কংগ্রেস বর্তমান সাংসদ অধীর চৌধুরীকেই প্রার্থী করেছে। বামফ্রন্টের প্রার্থী জুলফিকার আলি।

কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে মহুয়া মৈত্রকে। তিনি প্রয়াত সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাসের ভূমি করিমপুরের বিধায়ক ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহেশগঞ্জের জমিদার পালচৌধুরী পরিবারের মেয়ে তিনি। কংগ্রেস নেতা কাশিকান্ত মৈত্রের পুত্রবধূ। ইলা পালচৌধুরীর নাতনি। এই ইলা পাল চৌধুরী নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, দু জায়গা থেকে নির্বাচনে জয় লাভ করে ছিলেন। সুতরাং রাজনীতিটা মহুয়ার রক্তে। কৃষ্ণনগর পুরসভার পাশে তিনি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। তার এক তলায় হয়েছে মহুয়ার 'ওয়ার রুম'। যেখানে দিল্লি থেকে নিয়ে আসা ৩০ জন আইটি সেলের ছেলে মেয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি দাঁড় করিয়েছে ফুটবলার কল্যাণ চৌবেকে। কল্যাণ আদপে কলকাতা ময়দানের গোলকিপার হলেও তাকে কৃষ্ণনগরের মানুষ জন চেনেন 'ফ্যাশন শো স্টপার' হিসেবে। মেয়েদের চোখে হ্যান্ডসাম কল্যাণ চৌবে কলকাতা, দিল্লিতে ফ্যাশন শোয়ে অংশ নিয়ে রাতারাতি কৃষ্ণনগরের জনতার হার্ডথ্রব হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে ইমতাজ আলি শাহ। সিপিএমের প্রার্থী এখানে এক সময়ের কল্যানী পুরসভার চেয়ারম্যান শান্তনু ঝা।

রানাঘাট লোকসভায় তৃণমূল দাঁড় করিয়েছে সদ্য বিধবা রুপালি বিশ্বাসকে। ওনার স্বামী ছিলেন সত্যজিত বিশ্বাস। তিনি কিছুদিন আগে দুষ্কৃতিদের গুলিতে মারা যান। সেই মামলায় নাম জড়িয়ে পরে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে রানাঘাটে বিজেপি প্রার্থী করেছে ড: মুকুটমণি অধিকারীকে। এখানে কংগ্রেসের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন মিনতি বিশ্বাস। সিপিএম এবার এখানে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়েছে বাম জমানার নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি রমা বিশ্বাসকে।

কল্যাণপুরে

● প্রথম পাতার পর

করলে পুলিশ সুদেব দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে খোয়াই আদালতে পাঠায়। অপরদিকে সুদেব এর স্ত্রী সবিতা দেবনাথ পাল্টা মামলা করে নির্মলের বিরুদ্ধে। বেশ সরগরম দাউছড়া এলাকা।

কুৎসার

● প্রথম পাতার পর

কিছুই হয়নি। সব গুজব। মিথ্যা, মনেগড়া কুরুচিকর খবরে কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী নীতি।

এ ঘটনায় বিজেপির বনমালীপুর মণ্ডল সভাপতি দীপক কর পশ্চিম আগরতলা থানায় জনৈক অনুপম পাল এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর নামে কুৎসা রটানোর দায়ে অভিযোগ দায়ের করেছেনন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৪৬৪ / ৪৬৯ / ৫০১ / ১২০ ধারায় মামলা রুজু করেছে। ইতিমধ্যে পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা মামলার তদন্তও শুরু করেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে কুৎসা রটানোর ঘটনায় বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির প্রধান মুখপাত্র ডা. অশোক সিনহা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপি-র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অনেক দিন ধরেই চলছে। কিন্তু, কারোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এ-ধরনের কুৎসিত মিথ্যা প্রচার আশা করিনি কখনও। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে বলেন, ভুল কাগজ দেখিয়ে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোশাল মিডিয়ায় যারা এ-ধরনের কুৎসা প্রচার করছেন তাঁরা শাস্তি পাবেনই। বলেন, কতিপয় সরকারি কর্মচারীও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তাঁরাও ছাড় পাবেন না। তিনি বলেন, শালীনতা বজায় রেখে রাজনীতি করা উচিত।

এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব ও তাঁর পরিবারকে জড়িয়ে আজ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, ওয়েবমিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কুৎসামূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেইসব সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের সংবাদের তীব্র নিন্দা করে বলেন, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কুরুচিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ বিষয়ে আজ এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এ ধরনের সংবাদ তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার গভীর ষড়যন্ত্র বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ধরনের মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত না হতে তিনিও রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

রায়ের সমর্থনে জনসভায় অংশ নেন। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি তৃণমূল নেত্রীকে হুঁশিয়ারি দেন, ত্রিপুরায় টানা ২৫ বছরের বাম শাসনের পতন হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের আয়ু মাত্র সাত বছর। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনের পর পৌণে দু-বছর সময় বাকি থাকবে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ।বিদ্রুপ করে বিপ্লব বলেন, তৃণমূলের বিদায়ে এক বছর সময়ই যথেষ্ট ।তাঁর দাবি, ২০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী বিদায় হয়েছেন ত্রিপুরায় ।ফলে, পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূলের বিদায় অসম্ভব নয় । বিপ্লবের কথায়, বাংলার মানুষ মা-মাটি-মানুষ স্লোগানে বিশ্বাস করেছিলেন ।৩৪ বছরের বাম জমানার পরিবর্তনে নতুন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু, তৃণমূল নেত্রী নির্দয়ী মানসিকতা নিয়ে গুণ্ডারাজ চালিয়েছেন। বিপ্লবের কটাক্ষ, ত্রিপুরায় কমিউনিস্টরাও অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন। দুই বছরে সেখানে সমস্ত অহংকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গেও মানুষ তৃণমূলের অহংকার ধ্বংস করবে। এই নির্বাচন বাংলার মুক্তি আনবে।

বিপ্লব দেব বলেন, দেশ পরিচালনা সহজ কাজ নয়। মজবুত নেতৃত্বই শক্তিশালী দেশ গঠন করতে পারে। কিন্তু, বিরোধীদের কাছে শক্তিশালী নেতৃত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ।তাঁর কটাক্ষ, তাঁরা এখনও প্রধানমন্ত্রী খুঁজে পাচ্ছেন না ।বিপ্লবের কথায়, দেশ পরিচালনার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর রয়েছে। গত পাঁচ বছরে তা তিনি করে দেখিয়েছেন।

বিপ্লবের মতে, উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, কৃষকদের জন্য বছরে ছয় হাজার আর্থিক সাহায্য এমন আরও প্রকল্প এনেছেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানুষের কথা না ভেবে শুধু রাজনীতির স্বার্থে ত্রিপুরায়ও ওই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ হয়নি বাম আমলে। পশ্চিমবঙ্গেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিপ্লব সুর চড়িয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে গেলে তৃণমূলকে কেউ ভয় পাবে না ।তাই, অন্যান্যদের পাশাপাশি গরিব কৃষকদের সাথেও অন্যায় করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি মনে করেন, সমস্ত অন্যায়ের জবাব পশ্চিমবঙ্গবাসী ইভিএমে দেবেন।

বিপ্লবের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গকে বদলাতে পারবেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদী ।তাই তিনি ভরসা দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পদ্মফুল পাঠাবেন, নরেন্দ্র মোদী নয়া ভারত গড়ার পাশাপাশি আপনাদের নয়া বাংলা উপহার দেবেন ।কারণ সিন্ডিকেটরাজ কিংবা অভিষেকরাজ নয়, নরেন্দ্র মোদী স্বাভিমানী বাংলা তৈরি করতে চাইছেন।

শেখ হাসিনা

আটের পাতার পর

সদস্যদের প্রতি সমবেদনাও জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোববার ব্রুনাই দারুস সালাম-এর রাজধানী বন্দর সেরি বাগওয়ানের বিমানবন্দরে নামার পর পরই তিনি এই মর্মান্তিক হামলার খবর পান এবং এর কিছুক্ষণ পর জায়ানের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন ।তিনি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই নৃশংস হামলার নিন্দা জানিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে শোকবার্তা পাঠাই। আমি এই কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনমত সৃষ্টি ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি ।উল্লেখ্য, ব্রুনাই দারুস সালাম ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর পরই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উদ্যোগে ব্রুনাই-এ বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন পুনঃস্থাপনের পর থেকে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত বিগত এক দশকে ব্রুনাই-এর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ।প্রধানমন্ত্রী লিখিত বক্তৃতায় বলেন, ২১-এ এপ্রিল বিকেলে তিনি ব্রুনাই বিমানবন্দরে পৌঁছলে ব্রুনাই-এর যুবরাজ হাজী আল মুহাতাদি বিল্লাহ তাঁকে স্বাগত জানান। বিমান বন্দরে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। তিনি বলেন, একই দিন সন্ধ্যায় তিনি ব্রুনাই দারুস সালামে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সফরের দ্বিতীয় দিনে ব্রুনাই-এর সুলতানের রাজ প্রাসাদে সুলতান ও রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর এবং সফরসঙ্গীদের শুভেচ্ছা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাজ প্রাসাদের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ও ব্রুনাই দারুস সালাম-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের এবং ব্রনাই এর সুলতান তাঁর দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। শেখ হাসিনা বলেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আমি দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ে সফর বিনিময়, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য, জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিমান যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করি ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রুনাই-এর পক্ষে সুলতান তাঁর প্রস্তাবসমূহকে স্বাগত জানান এবং এগুলো বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রুনেই দারুস সালাম খাদ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখপূর্বক এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করে। কৃষিক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতাসহ যৌথভাবে খামার স্থাপন, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিপণ্যের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সম্ভাবনা বিবেচনার বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চালুর জন্য সমীক্ষা পরিচালনা এবং ভবিষ্যতে দ্বৈতকর অব্যাহতি চুক্তি এবং পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ চুক্তির সম্ভাব্যতা বিবেচনার সিদ্ধান্ত হয়।

তিনি বলেন, বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পর্যটন অবকাঠামো, পাট শিল্প ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয় ।স্বাস্থ্য খাতে প্রশিক্ষণ ও পেশাজীবীদের নিয়োগ, ঔষধ উৎপাদন ও বাণিজ্য, বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ব্রুনাই ঐকমত্য পোষণ করে। এছাড়া, দ্বিপাক্ষিক বিনিময় ও সহযোগিতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে দু'দেশের মধ্যে আর্থিক খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। সামরিক খাতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে উভয় দেশ একমত হয়। একইসঙ্গে দু'দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের অবদান উল্লেখপূর্বক এ ক্ষেত্রে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে দুই দেশই একমত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া, পর্যটন, বিমান চলাচল খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আমরা একমত হই। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে 'এয়ার সর্ভিস এগ্রিমেন্ট' চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে দু'পক্ষ মতৈক্যে পৌছায়। বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' সহ এ ধরনের 'কনসালটেশন মেকানিজম' সক্রিয় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বলেন প্রধানমন্ত্রী। সরকার প্রধান বলেন, ব্রুনাই-এর সুলতান বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রসংশা করেন। সুলতান শান্তিরক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। আসিয়ান, ওআইসি, কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে মতৈক্য হয় ।ব্রুনাই-এর সুলতান বাংলাদেশে ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দেওয়া ও তাঁদের জন্য মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,সুলতান রোহিঙ্গা সমস্যার ন্যায়ভিত্তিক ও স্থায়ী সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে আসিয়ান দেশসমূহের অধিকতর অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার বিষয়ে আমি সুলতানের সহযোগিতা কামনা করি ।দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময় বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগের প্রতি সুলতান সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং আসিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হল- এমওইউ অন সাইন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল কোঅপারেশন ইন দ্যা ফিল্ড অব এগ্রিকালচার। এমওইউ অন কোঅপারেশন ইন দ্যা ফিল্ড অব ফিশারিজ। এমওইউ অন কোঅপারেশন ইন দ্যা ফিল্ড অব লাইভস্টক। এমওইউ অন কালচারাল এন্ড আর্টর্স কোঅপারেশন। এমওইউ অন কোঅপারেশন ইন দ্যা ফিল্ড অব ইয়ুথ এন্ড স্পোর্টর্স এবং এমওইউ অন দ্যা ফিল্ড অব কোঅপারেশন ইন সাপ্লাই অব এলএনজি। এ ছাড়াও, এ সফরে কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্ট বহনকারীদের পারষ্পরিক ভিসা অব্যাহতির লক্ষ্যে কূটনৈতিক পত্র বিনিময় হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি ব্রুনাই সুলতানকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ।সরকার প্রধান বলেন, বিকেলে তিনি বাংলাদেশ-ব্রুনাই যৌথ বিজনেস ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে দু'দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের উদার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে তুলে ধরেন এবং ব্রুনাই-এর বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ব্রুনাই দারুস সালাম-এর সর্ববৃহৎ মসজিদ 'জামে আছর মসজিদ' পরিদর্শনে যান এবং রাতে সুলতান আয়োজিত রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৩-এ এপ্রিল সকালে তিনি ব্রুনাই-এর রাজধানীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সেরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরে ব্রুনাই-এর রাজকীয় রিগালিয়া জাদুঘর ও পরিদর্শন করেন।

াঙ্গন

২০১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আম্পায়ারদের তালিকা

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। ৩০ মে পর্দা উঠছে ওয়ানডে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় যজ্ঞ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বিশ্বকাপের। ইতোমধ্যে মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া দলগুলো তাদের স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে।

আয়োজক আইসিসিও বসে নেই। মাঠে ম্যাচ পরিচালনার জন্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থাটি নির্বাচন করেছে ১৬ জন আম্পায়ারকে। তাদের পাশাপাশি থাকবেন ৬ জন ম্যাচ রেফারি। আম্পায়ারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ জন ইংল্যান্ডের। অস্ট্রেলিয়ার আছেন ৪ জন। এছাড়া একজন করে ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দুজন শ্রীলঙ্কান আম্পায়ার রাখা হয়েছে।

২০১৯ বিশ্বকাপ আম্পায়ার:

আলিম দার (পাকিস্তান), কুমার ধর্মসেনা (শ্রীলঙ্কা), মারাইস ইরাসমুস (দক্ষিণ আফ্রিকা), ক্রিস গাফানে (নিউজিল্যান্ড), ইয়ান গোল্ড (ইংল্যান্ড), রিচার্ড ইলিংওর্থ (ইংল্যান্ড), রিচার্ড ক্যাটলবোরফ (ইংল্যান্ড), নাইজেল লং (ইংল্যান্ড), ব্রুস অক্সেনফোর্ড (অস্ট্রেলিয়া), সুন্দরম রবি (ভারত), পল রেইফেল (অস্ট্রেলিয়া), রড টাকার (অস্ট্রেলিয়া), জোয়েল উইলসন (ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো/ওয়েস্ট ইন্ডিজ), মাইকেল গফ (ইংল্যান্ড), রুচিরা পাল্লিয়াগুরুজ (শ্রীলঙ্কা), পল উইলসন (অস্ট্রেলিয়া)

২০১৯ বিশ্বকাপ ম্যাচ রেফারি:

ক্রিস ব্রড (ইংল্যান্ড), ডেভিড বুন (অস্ট্রেলিয়া), অ্যান্ডি পাইক্রফ (জিম্বাবুয়ে), জেফ ক্রু (নিউজিল্যান্ড), রঞ্জন মাদুগাল্লে (শ্রীলঙ্কা), রিচি রিচার্ডসন (অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারমুডা/ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

অবসরে যাচ্ছেন আম্পায়ার ইয়ান গোল্ড

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। খেলোয়াড়দের নাম আমাদের ঠোটস্থ থাকলেও আম্পায়ারদের তেমন একটা চিনি না বললেই চলে। অথচ রোদ-ঠাণ্ডার মধ্যে ঠাঁই দাঁড়িয়ে তারাই ক্রিকেটটা পরিচালনা করেন। ড্যারিল হার্পার, বিলি বাউডেন, আলিম দারদের মতো কিংবদন্তি আম্পায়ারদের সম্পর্কে হয়তো কিছুটা জানা থাকতে পারে! তবে তা নেহায়েত গুটি কয়েক।

অবশ্য ইয়ান গোল্ডও বেশ পরিচিত নাম ক্রিকেটমোদীদের কাছে। তবে আসন্ন বিশ্বকাপের পর আর মাঠে দেখা যাবে না এই ইংলিশ আম্পায়ারকে। ১৩ বছরের আর্নজাতিক আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোল্ড।

অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ইয়ান গোল্ডকে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে আইসিসি'র ক্রিকেট মহাব্যবস্থাপক জিওফ অ্যালারদিস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ইয়ান আর্নজাতিক ক্রিকেটে অসাধারণ অবদান রেখে আসছেন। বিশেষ করে গত দশকের শুরু থেকে।'

আম্পায়ারিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে ইয়ান ইংল্যান্ডের হয়ে ১৮টি একদিনের আর্নজাতিক ম্যাচ খেলেন। তিনি ১৯৮৩ বিশ্বকাপে ইংলিশ স্কোয়াডেও ছিলেন। ২০০২ সালে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) ফার্স ক্লাস আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয় তার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ার হিসেবে ইয়ান প্রথম ম্যাচ পরিচালনা করেন ২০০৬ সালে। ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার এক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। এর ক'দিন পরে ওয়ানডে পরিচালনার দায়িত্ব পান। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে তার অভিষেক হয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের ম্যাচ দিয়ে।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বিশ্বকাপে ১৬ আম্পায়ারদের একজন ইয়ান। এই নিয়ে চারটি বিশ্বকাপে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

ইয়ান গোল্ড এখন পর্যন্ত ৭৪ টেস্ট পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে টিভি আম্পায়ার ছিলেন ৩৫টি ম্যাচে। এছাড়া তার ঝুড়িতে আছে ১৩৫ ওয়ানডে ও ৩৭টি টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করার অভিজ্ঞতা।

অবশেষে ফিরলেন হেলস

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলগুলোর যখন নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সময়, স্বাগতিক ইংল্যান্ড দলে তখন ভর করেছে অস্বস্তি। অ্যালেক্স হেলসের অনির্দিষ্টকালের বিশ্রাম ও দলের থেকে দূরে থাকা নিয়ে বিপাকে পড়ে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। কিন্তু এবার স্বস্তির খবর দিলেন হেলস। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ক্যাম্পে ফিরছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের দল ঘোষণার পরেরদিনই হেলস বিশ্রামে যাওয়ার ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষনায় যারপরনাই অবাক ও চিন্তিত হয়ে পরে ইংলিশ বোর্ড। হেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যক্তিগত কারণে কিছুদিন ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবেন কিন্তু কবে ফিরবেন তা জানানো হয়নি।

৩০ বছর বয়সী ওপেনার হেলস কিছুদিন আগে বান্ধবীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান। এর রেশে তাদের ছাড়াছাড়িও হয়ে যায়। এর আগে লন্ডনের পানশালায় ঝামেলায় জড়িয়েও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। তার পক্ষ হয়ে তার ছুটিতে যাওয়ার খবরটি জানায় নটিংহ্যামশায়ার। কাউন্টি ক্লাবটির হয়ে ওয়ানডে কাপের প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলা হয়নি তার।

তবে অল্প দিন যেতেই জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দিলেন হেলস। কিন্তু কাউন্টি দলে ফেরার ইচ্ছা নেই বলেই জানিয়ে দিয়েছেন। সরাসরি যোগ দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির ক্যাম্পে।

লিভারপুলকে ছাড় দিতে নারাজ সুয়ারেস

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। লিভারপুল থেকে যা পেয়েছেন সেজন্য ইংলিশ দলটির প্রতি কৃতজ্ঞতা -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলেন ক্যালিস

জোহানেসবার্গ, ২৬ এপ্রিল।। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন সাবেক অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিস। দেশটির সিলভার ক্যাটাগরিতে 'অর্ডার অব ইখামাঙ্গা অ্যাওয়ার্ড" পেয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) দেশটির প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসা ক্যালিসের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। দেশের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট দেশের নাগরিকদের এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

ক্যালিসের আগে ক্রিকেটে দারুণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ শন পোলক, মাখায় এনটিনি ও হাশিম আমলাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে দেশের সম্মাননা পেলেন ক্যালিস।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ১৬৬ টেস্ট, ৩২৮ ওয়ানডে ও ২৫ টি-টোয়েন্টি খেলে ২০১৪ সালে অবসর নেন ক্যালিস।

তার এই অর্জনে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান নির্বাহী থাবাং মোরো বলেন, 'উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে এই সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন জ্যাক ক্যালিস।

তার অর্জনের লম্বা তালিকার পুনরাবৃত্তি হওয়া কঠিন। স্যার গারফিল্ড সোবার্সের পাশে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটিং অলরাউন্ডার হিসেবে তাকে রাখা যায়। আর আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি।'

৩ ম্যাচ নিষিদ্ধ নেইমার

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় নেইমারকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বে পিএসজির বিপক্ষে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। সিদ্ধান্তটি 'লজ্জাজনক' বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছিলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড।

গত ৭ মার্চের ওই ম্যাচে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিট ডি-বক্সে পিএসজির ডিফেন্ডার প্রেসনেল কিম্পেম্বের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের সফল স্পট কিকে ৩-১ গোলে জিতে ইংলিশ ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ৩-৩ হলে প্রতিপক্ষের মাঠে এক গোল বেশি করায় পরের রাউন্ডের টিকেট পায় উলে গুনার সুলশারের দল।

ওই ঘটনায় স্লোভেনিয়ার রেফারি দামির স্কোমিনা প্রথমে কর্নারের বাঁশি বাজিয়েছিলেন। তবে ঘটনাটি যাচাই করে দেখার সংকেত পান এবং পরে পেনাল্টি দেন তিনি।

চোটের কারণে শেষ ষোলোর কোনো লেগেই খেলতে পারেননি নেইমার। পরে ইন্সটাগ্রামে তিনি লেখেন, পেনাল্টিটি দেওয়া ঠিক হয়নি।

"চার জন মানুষ যারা ফুটবল সম্পর্কে কিছু জানে না তারা টেলিভিশনে স্লো-মোশনে রিপ্লে দেখেন।"

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের প্রথম তিন ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে পাবে না এরই মধ্যে লিগ ওয়ানের শিরোপা নিশ্চিত করা পিএসজি।

এবার বিগ ব্যাশ থেকেও ওয়াটসনের অবসর

সিডনি, ২৬ এপ্রিল।। শেন ওয়াটসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান ২০১৬ সালে। এবার অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ বিগ ব্যাশ থেকেও বিদায় নিলেন অজি এ অলরাউন্ডার।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটের অন্যতম এই হার্ডহিটারকে আর দেখা যাবে না সিডনি থান্ডার্সের হয়ে মাঠে। শুক্রবার (২৬ এপ্রিল) অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৩৭ বছর বয়সী এ তারকা। মূলত পরিবারকে আরো বেশি সময় দেওয়ার জন্যই তার এই সিদ্ধান্ত।

বিদায়ের সময় তিনি ক্লাব সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সিডনি থান্ডার্সের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমার সঙ্গে চার বছর জড়িত ছিলেন।'

বিগ ব্যাশকে বিদায় বললেও আইপিএলে আরো কিছুদিন খেলে যাওয়ার ইচ্ছে ওয়াটসনের। চলতি আসরে কয়েকদিন আগে ৯৬ রানের এক ঝড়ো ইনিংস উপহার দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস তারকা।

জাতীয় দল থেকে অবসরের পর চার বছর আগে সিডনি থান্ডার্সে যোগ দেন ওয়াটসন। গত তিন মৌসুম ধরে দলটির অধিনায়কও তিনি। ২০১৮-১৯ মৌসুমের বিগ ব্যাশে সবচেয়ে বেশি রান এসেছে তার ব্যাট থেকে। থান্ডার্সের আগে তিনি সিডনি সিক্সার্স ও ব্রিসবেন হিটের হয়ে খেলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়াটসন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে করেন ৩৭৩১ রান, উইকেট নেন ৭৫টি। ওয়ানডেতে ৫৭৫৭ করার পাশাপাশি শিকার করেন ১৬৮ উইকেট। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে অজিদের মধ্যে স্টিভ ওয়ার পরেই ওয়াটসনের অবস্থান।

রোনালদোকে ধ্বংস করেছেন মরিনহো

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। এক বা দুই গোল নয়; হ্যাটট্রিক করলেও হোসে মরিনহোর মন পাওয়া দুষ্কর ছিল যে কারো জন্য। খোদ পর্তুগিজ উইঙ্গার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও হ্যাটট্রিক করে মন ভরাতে পারেননি স্বদেশী কোচের।

মরিনহো 'সবাইকে খুন করেছেন' বলেই দাবি করেছেন তারই সাবেক শিষ্য ইমানুয়েল আদেবায়োর। ২০১০-১১ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে রিয়াল মাদ্রিদে এসেছিলেন আফ্রিকান দেশ টোগোর এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু রোনালদো-ক্যাসিয়াসদের মতো তারকাদের সঙ্গ পাওয়া সত্ত্বেও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সময়টা একদম ভালো কাটেনি তার। তখন যে রিয়ালের কোচ ছিলেন মরিনহো!

ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আদেবায়োর নিজের রিয়াল অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এভাবে, 'রিয়ালে আমরা যদি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ৩-০ ব্যবধানেও এগিয়ে থাকতাম, মরিনহোকে খুশি করতে পারতাম না। তিনি ড্রেসিং রুমে এসে ফ্রিজে-টেলিভিশনে লাথি মারতেন। বোতল ছুঁড়তেন। তিনি সবাইকে ধবংস (পড়ুন খুন) করেছেন। এমনকি হ্যাটট্রিক করা সত্ত্বেও রোনালদোর উপর বেজার হয়েছিলেন।' শিষ্যদের মরিনহো বাচ্চাদের মতো অনুশীলন করাতেন বলেও জানান আদেবায়োর। ২০১০-১৩ মৌসুম পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন মরিনহো। চলতি মৌসুমের মাঝপথে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় 'স্পেশাল ওয়ান' খ্যাত এই পর্তুগিজ কোচকে। বর্তমানে চাকরিহীন অবস্থায় আছেন তিনি।

আজারের সঙ্গে খেলতে চান নেইমার

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল।। এদেন আজারের সঙ্গে নিজের খেলার ধরনের মিল দেখেন পিএসজির তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। তাই বেলজিয়ান ফরোয়ার্ডের সঙ্গে একই ক্লাবে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিশ্বের সবচেয়ে দামি এই ফুটবলার। -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

দলের খেলায় সন্তুষ্ট জিদান

লন্ডন, ২৬ প্রিল।। লা লিগায় গেতাফের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ পয়েন্ট হারানোয় স্বাভাবিকভাবে হতাশ জিনেদিন জিদান। তার দলের ভালো কিছু প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন তিনি। তবে ম্যাচটিতে শিষ্যদের খেলায় সন্তুষ্ট দলটির ফরাসি কোচ।

বৃহস্পতিবার ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। অগাস্টে ঘরের মাঠে এই দলকেই ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ শুরু করেছিল রিয়াল।

লিগে পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা রিয়াল দুইয়ে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ১৫ পয়েন্টের।

লিগে নিজেদের শেষ ১৩ ম্যাচে মাত্র একটি হারের মুখ দেখা গেতাফের প্রশংসা করে রিয়ালের ওয়েবসাইটে জিদান বলেন, "আমরা ভালো খেলেছি এবং আমাদের আরও অনেক বেশি প্রাপ্য ছিল। গোল করার বেশ কিছু সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, বিশেষ করে প্রথমার্ধে। আমরা যেভাবে খেলেছি, তাতে আমি খুশি, কিন্তু ফলাফল নিয়ে নই।"

"গেতাফে যখন চতুর্থ স্থানে আছে, এর পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। তারা ভালো করছে। তারা ৫৫ পয়েন্ট অর্জন করেছে এবং মাত্র চারটি ম্যাচ বাকি আছে। আপনাদের তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে হবে এবং আশা করতে হবে, তারা যেন যতটা সম্ভব পয়েন্ট তালিকার উপরের দিকে থেকে লিগ শেষ করে।"

৩৪ ম্যাচে ২০ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে রিয়ালের সংগ্রহ ৬৫ পয়েন্ট। মঙ্গলবার আলাভেসকে ২-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখার খুব কাছে পৌঁছে যাওয়া বার্সেলোনার পয়েন্ট ৮০।

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেটে সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শুক্রবার আইজিএম'র রোগীদের লম্বা লাইন। ছবি- নিজস্ব।

এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলা : ৬ মে পর্যন্ত গ্রেফতারি থেকে রেহাই চিদম্বরম ও তাঁর পুত্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ফের মঞ্জুর হল অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আবেদনঊ সাময়িকের জন্য হলেও, এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় দিল্লির পাটিয়ালা হাইস কোর্টে ফের স্বস্তি পেলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ শুধুমাত্র চিদম্বরমই নন, এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরমেরও অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আগামী ৬ মে পর্যন্ত পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৬ মে। এযাবতবাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করতে পারবে না এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলার তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)ঊ প্রসঙ্গত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কার্তি চিদম্বরমঊ কার্তিকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। ভোটের মাঝেই স্বস্তি পেলেন চিদম্বরম ও তাঁর পুত্র কার্তি।

উল্লেখ্য, এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরমঊ এই মামলায় ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কার্তিকে গ্রেফতারও করেছিল সিবিআইঊ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, মন্ত্রী থাকাকালীন এয়ারসেল-ম্যাক্সিস চুক্তিতে ছেলেকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন চিদম্বরম।

এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ছাড়াও পৃথক মামলা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ তদন্তকারী সংস্থার মামলার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার জন্য দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে আবেদন করেছিলেন পি চিদম্বরম ও তাঁর পুত্র কার্তিঊ শুক্রবার পি চিদম্বরম ও তাঁর পুত্রকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ আগামী ৬ মে পর্যন্ত পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার গ্রেফতারি থেকে রেহাই পেয়েছিলেন পি চিদম্বরম ও তাঁর পুত্র কার্তি।

ব্রুনাই সফরে দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সাম্প্রতিক ব্রুনাই সফরকে অত্যন্ত সফল এবং ফলপ্রসু আখ্যায়িত করে বলেছেন, সার্বিক বিবেচনায় এ সফর দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ব্রুনাই সফর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সফরকালে ব্রুনাই-এর সুলতান আমার এবং আমার সফরসঙ্গীদের প্রতি যে আতিথেয়তা ও সম্মান দেখিয়েছেন তা ছিল খুবই বিরল। আমাদের এ সফর দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আর সুদৃঢ় করবে বলে আমার বিশ্বাস। শেখ হাসিনা আজ শুক্রবার বিকেলে তাঁর সরকারী বাসভবন গণভবনে সাম্প্রতিক ব্রুনাই সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে একথা বলেন। ব্রুনাই দারুস সালাম-এর সুলতান হাজী হাসানাল বলকিয়ার আমন্ত্রণে গত ২১ থেকে ২৩-এ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সে দেশ সফর করেন।কৃষিমন্ত্রী, বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিদুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীগণসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।এছাড়া, দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত ৫৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলও তাঁর সফরসঙ্গী হন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সফরকালে তিনি ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজী হাসানাল বলকিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা সহ সুলতান এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ-ব্রুনাই বিজনেস ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ বেশকিছু কর্মসূচিতে যোগ দেন। ব্রুনাইয়ের সুলতানের সরকারী বাসভবন নুরুল ইমান এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রুনাইর সুলতান হাসানাল বলকিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং এলএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত ৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।তিনি ব্রুনাই-এর রাজধানীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সেরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

কৃষিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড় আব্দুর রাজ্জাক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং মৎস এবং প্রাণি সম্পদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু এ সময় সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সংবাদ সংস্থার সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিক এবং প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রধানমন্ত্রী গত ২১ এপ্রিল শ্রীলংকার কলম্বোতে সিরিজ বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি এ ঘটনায় নিহত তাঁর ফুফাতো ভাই শেখ সেলিমের নাতি জায়ান চৌধুরী সহ অন্যান্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ঘটনায় আহত জায়ানের পিতা মশিউল আলম চৌধুরীসহ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। শেখ হাসিনা শোক সন্তপ্ত পরিবারের ছয়ের পাতায় দেখুন

আগামীকাল ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখবে এক্সাইড মোড়ের পোড়া বহুতল : ফিরহাদ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বাগরি মার্কেট খুলতে না খুলতেই আবার আগুনের গ্রাসে শহর কলকাতা। শুক্রবার এক্সাইড মোড়ে বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই বহুতলের চার তলায় একটি ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের ইনস্টিটিউটে এসির শট সার্কিট থেকে আগুন লাগেঊ দমকলের ৮টি ইঞ্জিন ২ঘন্টার কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেঊ ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, "এখন আগুন নিভে গেছে। তবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও। তাই ঠান্ডা করা হচ্ছে ওই আগুন লাগা অংশকেঊ কতটা ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা আগামীকাল ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দেখবঊ" এদিন ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, "পুলিশ এই নিয়ে তদন্ত করবেঊ দমকল তাঁর নিজের মত তদন্ত করবে। ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ করা হবে । তারপর আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসব ।

এ দিন সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই বহুতলের চারতলা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন অফিসের কর্মীরা। তাঁরাই দ্রুত দমকলে খবর দেন। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি অফিস রয়েছে। অফিস টিম থাকে অনেক অফিসকর্মীই তখন এসে পৌঁছেছিলেন । তাঁদের সকলকে তৎক্ষণাত সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।পাশের একটি বহুতল থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হয়। পাশে রয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও।

জলাশাসককে কথা দিয়েও শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়ক সংস্কারে হাত দেয়নি নাহাই, অভিযোগ

হাফলং (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : শিলচর-হাফলং ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (সম্প্রসারণ)-এর জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ জরুরিকালীন ভিত্তিতে সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও এতে হাত পড়েনি। লামডিং-শিলচর ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক (সম্প্রসারণ)-এর এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও এবং এএস ২২ প্যাকেজের মাইবাং থেকে জাটিঙ্গা অংশ দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষার মরশুম আসার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় সড়কের অবস্থা একাবারে অচল হয়ে পড়ে।

গত ১৩ এপ্রিল হাফলঙে জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার সঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যানেজার এসকে ভার্মার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এসকে ভার্মা জেলাশাসককে জানিয়েছিলেন, এএস ২২ প্যাকেজের মাইবাং থেকে জাটিঙ্গা অংশ সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নাহাই-এর দিল্লি কার্যালয়। তবে নির্বাচনী আচরণবিধি বলবৎ থাকার দরুন রাস্তার ওই অংশের সংস্কার কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা সম্ভব হয়নি।অন্যদিকে নাহাই-এর ম্যানেজার জেলাশাসকে অবগত করেছিলেন যে, এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশ সংস্কার কাজের জন্য নাহাই-এর দিল্লি কার্যালয় ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও ওই টাকা এখনও তাঁদের হাতে আসেনি। তবে ওই অংশের সড়ক সংস্কারের জন্য অতিরিক্ত আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য দিল্লির নাহাই কার্যালয়ে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে। নাহাই-এর গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যানেজার এসকে ভার্মা গত ১৩ এপ্রিল জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার সঙ্গে বৈঠকে জানিয়েছিলেন, বর্ষা মরশুমের কথা মাথায় রেখে গত ১৪ এপ্রিল থেকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হবে। কিন্তু জেলাশাসকের সঙ্গে নাহাই কর্তৃপক্ষের ওই বৈঠকের ১৪ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখন পর্যন্ত সড়ক সংস্কারে হাত দেয়নি নাহাই কর্তৃপক্ষ।

আসলে, নাহাই কর্তৃপক্ষ জাতীয় সড়কের এএস ২১ প্যাকেজ এবং এএস ২২ প্যাকেজ নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বার-কয়েক এ-নিয়ে বিভিন্ন সময় ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে বসে সড়ক সংস্কার করার আশ্বাস প্রদান করার পরও নাহাই কর্তৃপক্ষ বেহাল সড়কপথটি সংস্কারে তেমন আন্তরিকতা দেখায়নি। এবারও জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে জাটিঙ্গা হারাঙ্গাজাও সড়ক জরুরিকালীন ভিত্তিতে সংস্কার করা হবে বলে নাহাই-এর ম্যানেজার এসকে ভার্মা আশ্বাস দিয়েছিলেন, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তার পরও আশ্চর্যজনকভাবে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া নাহাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহন করেননি বলে অভিযোগ।

মমতার শেষের শুরু হয়ে গেছে : মুকুল

দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল(হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত দিলেন বিজেপি নেতা মুকুল নেতা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বেনাচিতিতে পদযাত্রায় এসে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন মুকুল রায়।

ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খায় না। এটা মমতার বলার দরকার নেই। সবাই জানে। কে কয়লার টাকা তুলছে। এসএসসির টাকা তুলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর বেনাচিততে পদযাত্রায় এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। এদিন তিনি আরও বলেন,ঔ' ১০ টি আসনের ভোট হয়েছে। তাতে তৃণমূল খাতা খুলতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তৃণমূল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ভাটপাড়ায় অন্যদলের প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়ে যাবে।

হারের ভয় ঢুকেছে মনে তাই ইভিএমে বিজেপি দেখছে জয়প্রকাশ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স) : ইভিএম কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার ঊ এদিন তৃণমূল সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগকে সম্পূর্ণ নস্যাত করে দেন তিনি ঊ জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'হারের ভয় ঢুকেছে মনে, তাই ইভিএমেও বিজেপির ছবি দেখছে তৃণমূল' ঊ শুক্রবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে, সাংবাদিক সন্মেলনে একথা বলেন তিনি ঊএদিন বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএম হ্যাকের অভিযোগ আনে তৃণমূল ঊ এপ্রসঙ্গে এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোট বাক্সের ইভিএম -এর উপরে সাধারণত কোনও রাজনৈতিক দলের নাম থাকে না। প্রতীক থাকে। যদি নির্বাচন কমিশন ইভিএম মেশিনের উপর কোনও রাজনৈতিক দলের নাম লিখে থাকে তাহলে তারা অপরাধ করেছে। এতে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এমনকি এদিন ইভিএম হ্যাক করারও অভিযোগ তোলা হয় বিজেপির বিরুদ্ধে ঊ এদিন তৃণমূলের তরফ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি টিম এই অভিযোগ গুলো দায়ের করে নির্বাচন কমিশনের কাছে ।

এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে তোলা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই সমস্থ অভিযোগকেই অস্বীকার করেন জয়প্রকাশ মজুমদার ঊ তিনি বলেন, বিজেপির পদ্মফুল চিহ্নর নিচে রয়েছে জলের চিহ্ন ঊ সেই জলের চিহ্নকেই হঠাত করে দেখলে বিজেপি লেখা মনে হতে পারে ঊ সংবাদ মাধ্যমে যে ছবি দেখানো হয়ে অস্পষ্ট । ওই ছবি দেখেই মনে হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে ভুল বুঝেছে সবাই ঊ এর পরেই অবশ্য জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, যদি সত্যিই 'বিজেপি' কথাটি লেখা থাকে তাহলে সেটা নির্বাচন কমিশন বুঝবে ঊ কারণ ইভিএমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ঊ এরপরেই এদিন তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তৃণমূলের ভয় ধরেছে বিজেপির কাছে হেরে যাওয়ার ঊ তাই দিনে রাতে এমনকি স্বপ্নেও বিজেপি দেখছে ঊ তেমন ভাবেই ইভিএমেও বিজেপি দেখছে তৃণমূল ।

বাজারিছড়ার চন্দ্রপুরে ডেঙ্গু, আক্রান্ত ৯ বছরের শিশু, অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অব্যাহত

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে পাথারকান্দি মহকুমার বাজারিছড়া এবং সংলগ্ন এলাকায়। এবার ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়েছে বাজারিছড়া থানাধীন চন্দ্রপুর খাসিয়াপুঞ্জির বাসিন্দা জনৈক মেডরিক পেসেড ও চকিনি লিংডো (মা) নয় বছরের শিশুসন্তান ওয়াইমসোর লিংডোর রক্তে। জানা গেছে, ওয়াইমসোরকে গত ১৫ এপ্রিল বাজারিছড়ার মাকুন্দা লেপ্রসি জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করার পর তার রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়ে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অব্যাহত রয়েছে। পাথারকান্দির জোড়বাড়ি এলাকার হাতিরগুল গ্রামের ফরমান আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তি মাকুন্দা হাসপাতালে ভরতি হলে তাঁর শরীরে ধরা পড়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধিন বলে জানা গেছে। মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবে গোটা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েথছে।

এদিকে, মশাবাহিত রোগ বিস্তারে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিলেও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ভূক্তভোগীরা। গত কয়ে কদিন আগে অনুরূপভাবে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় চার ব্যক্তির শরীরের ডেঙ্গুর জীবাণু-সহ আরও কয়েকজনের শরীরের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধরা পড়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ওই খবরে স্বাস্থ্য বিভাগের খামখেয়ালিপনার তথ্য প্রকাশিত হলে বেজায় ক্ষেপেছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক-কর্মচারীরা। তাঁরা খবর পরিবেশকদের দেখে নেওয়ার অসার হুমকিও দিয়েছেন।এরই মধ্যে নতুন করে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ হওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা এবার কী ব্যবস্থা নেন তা-ই দেখার।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জাতিসংঘের আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ২৬।। বাংলাদেশ সফররত জাতিসংঘের শীর্ষ তিন কর্মকর্তা রোহিঙ্গা সংকট দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আজ শুক্রবার কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে ওঁই কর্মকর্তারা বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন এবং এই সংকটের স্থায়ী সমাধান দেখতে চায় জাতিসংঘ। আজ বিকেলে কক্সবাজারের একটি তারকা হোটেলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি, জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মানবিক সাহায্য বিষয়ক সংস্থার প্রধান মার্ক লুকোক এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর মহাপরিচালক অ্যান্তোনিও ভিতোরিনো। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থান নেয়া রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখার জন্য বৃহস্পতিবার কক্সবাজার আসেন জাতিসংঘের শীর্ষ এই তিন কর্মকর্তা। শুক্রবার সকালে তাঁরা রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেন। পরে বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, রাখাইনের পরিবেশ রোহিঙ্গাদের জন্য এখনও নিরাপদ নয়। কাজেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অনুকূল পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।তিনি বলেন, ২০১৭ সালের আগস্টের পর ৯ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু। নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা ৫ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শিশু এখানে পর্যাপ্ত শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক লুকোক বলেন, মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য যে চুক্তি হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করছে না মিয়ানমার। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তারা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করছে।তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশস্থ করেছি, দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এজন্য আমরা কৌশলগত ভাবে কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছি।তিনি আরও বলেন, বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসার কারণে স্থানীয় জনগণ নানাভাবে ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অসমে সাংবাদিকের ওপর প্রাণঘাতী হামলা, দোষীদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবি করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে ফের সাংবাদিকের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যের গোটা সংবাদ জগত। গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত দৈনিক অসম-এর নলবাড়ি জেলার বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাজেন ডেকার ওপর বৃহস্পতিবার একদল দুষ্কৃতকারী প্রাণঘাতী হামলা চালায়। হামলায় তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করা হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, সাংবাদিক রাজেনের অবস্থা সংকটজনক। তবে চিকিৎসা চলছে। সাংবাদিক রাজেন ডেকার ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে আজ সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদী কর্মাসূচি পালিত হয়েছে। রাজ্যের অন্যাদন্য জেলার সঙ্গে এই জঘন্যস ঘটনার প্রতিবাদে সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠেছে। প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জ এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ, কার্যনির্বাহী সভাপতি চন্দন রায়, সম্পাদক অরূপ রায় প্রমুখ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। তাঁরা বলেন, অসমে সাংবাদিকদের বাকস্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। এদিকে নলবাড়িতেও আজ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন হাতে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করে সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : পাটনা সাহিব আসনে মনোনয়ন পেশ করলেন বিজেপি প্রার্থী রবিশঙ্কর প্রসাদ

পটনা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনের প্রথম তিন দফার ভোট। বাকি আরও চার দফার নির্বাচন। গোটা দেশ জুড়ে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল। এরই মধ্যে শুক্রবার নিজের প্রার্থীপদের মনোনয়ন দাখিল করলেন বিহারের পটনা সাহিব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাকে। এই আসনেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা।গত ২৩ মার্চ পটনা সাহিব কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।